Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

Vol. VII February, 1960 No. 4

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—ছয় টাকা।

বিশেষ ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, "দিদিমা" ও "ভাইজী" রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলী, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, দেব দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম ও বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলার সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি অতি অল্প সময়েই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

Ananda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

* * * * * * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00

Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollars 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—Hindi-English; Bengali-English and purely English—in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money order or Postal order.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U.P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent ***latest by the second week of the month of publication.***

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Contents.

Bengali Section.

Contents

English Section

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. VII]　　FEBRUARY, 1960.　　[NO. 4

—মাতৃ-বাণী—

"মহাশূন্যই একমাত্র তাঁহার রূপ। যেখানে এই শূন্য সেখানে কিন্তু মহাশূন্য বুঝায় না। কি আছে কি নাই, আবার সবই আছেও নাইও। নাইও না, আছেও না। সব হারিয়ে সব পাওয়া, এইটাই কিন্তু চাই।

*　　*　　*　　*

"এই যেমন তুমি আমি দুইজন। আবার তুমি আমি একই। এই যে দুইজনের মধ্যে শূন্য আছে এও আমিই কিন্তু। দুই-এর কোনও কথাই নাই। রাগ দ্বেষ হয় দুই ভাব হতেই।"

*　　*　　*　　*

"এই যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, হাসছি, শুয়ে আছি তাও যেমন, আবার কখনও কখনও যে দেখতে পেতে কীর্ত্তনের মধ্যে এই শরীরটা গড়াগড়ি

যাচ্ছে, কত কি শরীরটার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তাও কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা। সবটাই একই ভাব থেকে হয়ে যাচ্ছে।"

* * * *

"আবার যখন পূজা ইত্যাদি হত তখন যে দেবতার বা দেবীর পূজা হচ্ছে একেবারে ঠিক ঠিক সেই দেবদেবীর ভাব আসন মুদ্রা শক্তি ইত্যাদি সব কিছুই এই শরীরটায় সেইভাবে হয়ে যেত। কল্পনা করে নেওয়া তা কিন্তু না। তোমরা যেমন প্রত্যক্ষ, ঠিক সেই রকমই। সব কিছু একেবারে সাজান। এই শরীরের থেকেই সব কিছুর প্রকাশ কিন্তু। দেবদেবীর মূর্ত্তিকেও এই শরীর থেকেই বের করে নিয়ে বসিয়ে পূজা হল। আবার পূজা শেষ হলে এই শরীরটার ভিতরেই সব— যেখানে সেখানেই। সবই সম্ভব জেনো।"

* * * *

"এই শরীরটা দিয়ে কি রকম সেবা হয়ে যেত জানিস্। সেই রোগী যে আমি, যন্ত্রণাও যে আমি, সেবাও করছি আমিই। তাই যখন যেখানে যেটা দরকার ঠিক ঠিক হয়ে যেত। তোমরাও চেষ্টা করে যাও অন্ততঃ। নিজের মত করে প্রাণ দিয়ে সেবা করো। তাহলে সময়ে সব সেবাই প্রাণময় হবে।"

* * * *

"এই শরীরের ত গতিই এই। যখন যে দিকটা বলবে তখন সেই দৃষ্টিতেই সেই দিকটা বলে যাচ্ছে। তোমাদের মত সামঞ্জস্য দিয়ে ত সব সময়ে কথা বলা হয় না। সকলের সব ভাবগুলিই ত চোখের সামনে সর্ব্বদা ভাসে।"

* * * *

"কখনও কখনও হয়ত এই শরীরের উপর নানা রোগমূর্ত্তিরও লক্ষ্য থাকে। তখন হয়ত এই শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে কিছু দিন খেলা করে গেল। এই শরীরের ত ভাব, কাউকে ডাকাও না আবার তাড়ানও না। তোরাও সব আছিস্, রোগও তেমনই। এই শরীর ত তোদেরও তাড়ায় না; ওদেরই বা তাড়াবে কেন?"

* * * *

"এই শরীরের কাছে এক ছাড়া ত দুই নাই-ই। কে কাকে কষ্ট দেবে? অপর কেহ হলেত কষ্টের কথা আসে।"

"অমৃতের সন্তান তাঁকেই ভাবতে হয়। তা' ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই, নাই, নাই—যাতে শান্তি হবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে।"

"মা"

"মাতৃ-কথামৃত"

নীলমণি

প্রঃ—Bibleএর "Knock and the door shall be opened to you"—এর অর্থ কি ? অহঙ্কারের দরজা খোলবার কথা বলা হয়েছে কি ?

উঃ—তোমার কি মনে হয় ? নিজের অহঙ্কারকেই তো ভাঙ্গতে হবে।

প্রঃ—অহঙ্কাররূপী দেওয়াল ভেঙ্গে গেলে কি হয় ?

উঃ—কিসের উপর দেওয়াল ?

প্রঃ—আত্মজ্যোতির আবরণ।

উঃ—তুমিই তো উত্তর দিলে।

প্রঃ—অহঙ্কারটা কি ?

উঃ—আমি আমি করে যে ক্রিয়াগুলো হচ্ছে সেগুলোই অহঙ্কারসূচক। দুনিয়া মানে দুই নিয়া। এখানে দ্বন্দ্বমূলক কর্ম্মময়। দুই-এতে দ্বন্দ্ব, প্রশ্ন, অহঙ্কার। অহংরূপী ক্রিয়া। কাঁচা আমিতে অহঙ্কার থাকে। 'আমি আত্মা' প্রকাশ হলে পাকা আমি। অহঙ্কারের ফল অন্ধকার। 'আমি ঈশ্বরের নিত্যদাস' এই ভাবেও দুই থাকে, কিন্তু জাগতিক অহঙ্কার থাকে না। পাকা আমি অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাঽস্মি' না হওয়া পর্য্যন্ত অহঙ্কার সমূলে বিনাশ হয় না।

প্রঃ—দরজা ভেঙ্গে ঢোকা এবং দরজায় ভেঙ্গে পড়ে থাকা, কোনটা ভাল ?

উঃ—প্রথমটাতে পুরুষকারের অহঙ্কার আছে। দ্বিতীয়টাতে আত্মসমর্পণ। তাতেও তিনি দরজা খুলতে বাধ্য হবেন। অখণ্ড দীপ তখন দেখা যাবে। দরজা ভাঙ্গবারই জিনিষ। পুরুষকার দ্বারা বা গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধনার দ্বারা তা ভাঙ্গবে। সব তপস্যাই পর্দ্দা সরাবার জন্য। কিন্তু নিজের ক্রিয়াতে ভগবান প্রকাশ হন না।

তিনি কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন না। আবরণ নিজ কর্ম্মে হয়, আবার সরে। সরলে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বয়ং প্রকাশ হবেন। যা সরে যায় তাকেই সরান যায়। যাকে সরান যায় না তাকে সরাবে কি করে? ক্রিয়ার মধ্যে যখন তোমার প্রকাশ, যেমন জগতে বা মনরাজ্যে সেখানে আপেক্ষিক সুখ, কেননা মনরাজ্য মোহরাজ্য কিনা। নিরপেক্ষ সুখস্বরূপের প্রকাশ সেখানে নেই। সেই অভাব মোচনের জন্য এই সাধনার ভাব অবলম্বন যাতে গুরুশক্তিদ্বারা ইষ্ট প্রকাশ হয়। যেখানে অনিষ্ট অর্থাৎ অভাব. দুঃখ নাই সেই ইষ্ট। জ্ঞানাগ্নিতে যা জ্বলে তাকে জ্বালাও। ভক্তি শ্রদ্ধায় যা গলে তাকে গলাতে চেষ্টা কর। তবে ইষ্ট প্রকাশ হবে। জ্ঞানের মার্গে জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশ। ভক্তির দ্বারা প্রেমস্বরূপের প্রকাশ। দুই-ই এক। ভক্তির লাইনে—'যত্র যত্র নেত্র হেরে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' জ্ঞানের লাইনে—এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। দুইই এক; যে যে লাইনে যাবে, সেই একই স্থানে পৌঁছবে। প্রাকৃত মানে পর পর ক্রম। অপ্রাকৃত মানে এক অবস্থা। সেখানে পর পর ক্রম নাই। চিন্ময় প্রকাশ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণই থাকে। শূন্য থেকে শূন্য গেলে শূন্যই থাকে। প্রাকৃত অপ্রাকৃতরূপে তিনিই। সাধন করতে করতে অহঙ্কার বদলে সোঽহং প্রকাশ হয়। ভক্তিমার্গে অনিত্য দাস নিত্য দাসে পরিণত হয়।

অনিত্য রাজ্যে শান্তি নাই, যতই ভোগের বস্তু থাক না কেন। নিত্যস্বরূপ ভূমার প্রকাশ না হলে অভাব যাবে না; অহঙ্কাররূপী ক্রিয়াতে বিভ্রান্ত হবে। সাধনা করে করে নিজেকেই পাবে। মৃত্যু-পথের যাত্রী হয়ো না। স্বরূপ-প্রকাশের যাত্রী হও। বিষয় বাসনার জীবনে মৃত্যু-যাত্রী হতে হয়। বাসনা কামনা থাকলে return ticket কাটার মত আবার জন্ম নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হবে।

প্রঃ—জেলখানার কয়েদীরা কয়েদের মেয়াদ জানে। পৃথিবীর কয়েদীরা কেন কয়েদের মেয়াদ জানে না?

উঃ—জানতে দেওয়া হয় তো। মহাপুরুষেরা, সাধুরা সর্ব্বদা সৎকথার দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছেন যে এটা জেলখানা। ফেরবার চেষ্টা কর।

প্রঃ—মাটি কে ?

উঃ—মাটি, এ যে মা-টী (এই বলে মা মাটির দিকে দেখিয়ে দিলেন)।

প্রঃ—গৃহী লোক কি সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিতে পারে ?

উঃ—যার যেখানে হবার হয়ে যায়।

প্রঃ—গুরুবংশ কি ত্যাগ করা উচিত ?

উঃ—গুরুস্থান একই। যিনি সেই গুরুতত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেন তিনিই গুরু। যেখানে গুরু-ত্যাগ হয়, সেখানে বুঝতে হবে যে গুরু-বরণ হয়নি।

প্রঃ—আনন্দময়ী শব্দের অর্থ কি ?

উঃ—ভগবতীর চিরন্তন নাম আনন্দময়ী। সব জিনিষের মধ্যেই আনন্দময়ী আছেন। 'যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।'

প্রঃ—সকলে আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হয় কেন ?

উঃ—সব বিগ্রহই আনন্দ-বিগ্রহ।

প্রঃ—দুঃখটা কি ?

উঃ—দুই নিয়া দুঃখ। মনোরাজ্যে, প্রাকৃত জগতে, দুনিয়াতে দুঃখ থাকবেই। সবই ভগবানের রূপ। দুঃখ, ছায়া, ভ্রান্তি ও মায়ারূপেও তিনিই। তবে দুঃখ ও পাপের স্থান বিশেষ করে ভগবৎ-চিন্তনহীন মনে। একটি গল্প আছে। ভগবান্ সব সৃষ্টি করার পর, পাপ এসে বললো, "আমার স্থান কোথায় ?" ভগবান্ বললেন, "ভগবানের নাম যেখানে নেই সেখানে তুমি থেক। যে মুখে বা মনে হরিনাম নেই, সেখানে তুমি থেকো।"

দেহবিজ্ঞান ও অমরত্ব সাধন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ ডি-লিট্

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সাধক ও যোগীর পক্ষে দেহাত্মদৃষ্টিকেই সকল প্রকার অনর্থের মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাজনগণও সকলেই এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। এইজন্য মুমুক্ষুর পক্ষে যতটা সম্ভব দেহের চিন্তা হইতে বিরত হইয়া আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থাকা উচিত, ইহাই তাঁহারা সকলে বলেন। ইহাই বৈরাগ্যের যাবতীয় উপদেশের গোড়ার কথা : কারণ দেহাবেশ হইতেই বিভিন্ন প্রকার ভোগ-বিলাসের প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। অবিদ্যাত্মক দেহাদি হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া চিৎস্বরূপ আত্মার দিকে উহা স্থাপন করা, ইহাই বিবেকেরও মূল লক্ষ্য। চিদচিদ্-গ্রন্থি ভেদ করিতে না পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই হইল এক দিক্‌কার কথা। অপরদিকে দেহের, বিশেষতঃ নরদেহের, একটি পরম উপযোগিতার কথাও শাস্ত্রমুখে জানিতে পারা যায়—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—কবির এই উক্তি লোকসমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। এই রক্তমাংসময় ষাট্‌কৌশিক নরদেহই কর্ম্মদেহ। এই দেহ ব্যতীত কর্ম্মসাধন সম্ভবপর নহে; যদিও নরদেহ ভোগায়তনও বটে; কারণ এই দেহেই প্রাক্তন জন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগও হইয়া থাকে। তথাপি প্রধানতঃ ইহা কর্ম্মদেহরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দেহাশ্রয়ে শুভকর্ম্ম সঞ্চয় করিতে না পারিলে দেবদেহ অথবা অমানবীয় অন্য কোন প্রকার দেহদ্বারা পূর্ণত্বের পথে কর্ম্মযোগে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। যে সকল উচ্চ আত্মা দিব্য স্তরে পরমানন্দময় ভোগাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন তাঁহাদিগকেও পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে কর্ম্মের পথে পদার্পণ করিতে হয়, এবং ইহা অনিত্য সুখদুঃখসঙ্কুল মানবদেহ আশ্রয় না করিয়া

হইতে পারে না। অতএব ইহা নিশ্চিত যে শুধু ভোগের জন্য নহে, বিশেষতঃ পরমার্থসিদ্ধির জন্যই মানবদেহের গৌরব।

ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভেদে এই দেহ দুই প্রকার। ব্যষ্টি দেহকে পিণ্ড বা পিণ্ডাণ্ড (Microcosm) বলে; সমষ্টি দেহের নামান্তর ব্রহ্মাণ্ড (Macrocosm)। সমষ্টি ও মহাসমষ্টিভেদে ব্রহ্মাণ্ডেরও দুই প্রকার স্থিতি আছে। একটি পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডরূপে এবং অপরটি যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিরূপে। বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে আমরা প্রকৃত্যণ্ড (যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি হইতেও বিশাল), মায়াণ্ড (যাহা প্রকৃত্যণ্ডের সমষ্টি হইতেও বিশাল) এবং শাক্তাণ্ড (যাহা মায়াণ্ড হইতেও অনন্তগুণে বিরাট্) প্রভৃতির আলোচনা করিব না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহার সব কিছু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই ক্ষুদ্র নরদেহেও রহিয়াছে; সেইজন্য ঠিকভাবে এই নরদেহের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা—সমগ্র বিশ্বের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হয়। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত 'দহরবিদ্যা' আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে বহিরাকাশে যাহা কিছু বিদ্যমান তাহার সবই মানবের অন্তরাকাশরূপী হৃদয়-পুণ্ডরীকে বিদ্যমান আছে। সুতরাং বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া অন্তরমুখী দৃষ্টির দ্বারা হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই ঋষিগণের মুখ্য উপদেশ ছিল।

ক্ষুদ্র বলিয়া মানবদেহ উপেক্ষার যোগ্য নহে; ইহা পরম সত্য বস্তু। কবি বলিয়াছেন :—

"তুমি জানো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নহে;
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রহে।"

শুধু তাহাই নহে; ব্রহ্মাণ্ড বা বিপুল বিশ্বকে যেমন দেহজ্ঞান হইতে জানিতে পারা যায়—তেমন বিশ্বের অতীত সত্তার সন্ধান পাইতে হইলেও এই ক্ষুদ্র মানবদেহেরই আশ্রয় আবশ্যক হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যোগিগণ ইহা জানিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট-যোগ্যতা-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা যোগ-সাধনাতে এই সত্যের উপযোগ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যদি কেহ ঠিক ভাবে দেহের তত্ত্ব জানিতে পারে অর্থাৎ এই মানবদেহের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে—তাহা হইলে সে দিব্যদেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং অমরত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে। প্রাচীন কালে নাথপন্থীয় হঠযোগিগণ, রসসিদ্ধ-সম্প্রদায়, পাশুপত জ্ঞানের সাধক আচার্য্যগণ এবং অন্যান্য অনেক মহাজন নানা প্রকারে দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যোগ-সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে সেই সকল উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দেহস্থিত যে সকল বিষয় ক্রমশ: প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি প্রধান :—

ছয়টি চক্র, ষোলটি আধার, তিনটি লক্ষ্য, পাঁচটি আকাশ, বারটি গ্রন্থি, তিনটি শক্তি, তিনটি ধামপথ এবং নাড়ীচক্র।

নাড়ীচক্র বলিলে বুঝিতে হইবে সর্ব্বপ্রথম একটি নাড়ী—ইহাই ব্রহ্মনাড়ী অথবা সুষুম্নানাড়ী। তারপর তিনটি নাড়ী—অর্থাৎ মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ী সহ উহার উভয় পার্শ্বস্থ বাম ও দক্ষিণ নাড়ী অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। ইহার পর দশটি বা চতুর্দ্দশটি নাড়ীর পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটি সহ আরও সাতটি বা একাদশটি নাড়ী আছে ; যথা—(১) গান্ধারী, (২) হস্তিজিহ্বা, (৩) অলম্বুষা, (৪) পয়স্বিনী, (৫) কুহূ, (৬) রাকা, (৭) শংখিনী। নাড়ীজাল যখন আরও বিস্তৃত হয় তখন ইহাদের সংখ্যা হয় ৩২, তারপর হয় ৭২ হাজার, তারপর ৩½ কোটি—বাস্তবিক পক্ষে নাড়ীর সংখ্যা নাই ; নাড়ী অনন্ত। প্রতি রোমকূপের সহিত নাড়ীর যোগ রহিয়াছে—ইহা দেহতত্ত্বের একটি অত্যন্ত উপযোগী অংশ। যে দেহ বিবিধ মলের দ্বারা কলুষিত এবং ব্যাধি ও জরার দ্বারা পীড়িত এবং ক্লেদময় ও জীর্ণ সেই দেহকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে। এই প্রকার সূক্ষ্ম দেহ-জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়া-কৌশলের দ্বারা আপ্যায়নের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। ইহার ফলে দিব্যদেহের প্রাপ্তি ঘটে। এই জ্ঞানলাভ এবং আপ্যায়ন যে

প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত তাহাকে কৌলিক প্রক্রিয়া বলে। ইহার সবিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

এই যে ছয়টি চক্রের কথা বলা হইল, কেহ যেন মনে না করেন ইহা প্রচলিত ষট্‌চক্রের দ্যোতক। এই চক্রগুলির মধ্যে প্রথমটি জন্মস্থানে স্থিত নাড়ীচক্র, যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেহ-সংশ্লিষ্ট বিশাল নাড়ীজাল বিধৃত রহিয়াছে। দ্বিতীয় চক্রটি 'মায়াচক্র' নামে প্রসিদ্ধ, ইহার স্থান নাভি। এই স্থান হইতেই বিশ্বব্যাপী মায়ার প্রসার ঘটিয়া থাকে। তৃতীয় চক্রটি হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত এবং 'যোগচক্র' নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ চক্রের স্থান তালু। ভ্রূমধ্যে বিন্দুর স্থানে যে চক্রটি অবস্থিত তাহার নাম 'দীপ্তিচক্র' ইহার উর্দ্ধে নাদস্থানে 'শান্তচক্র' নামে ষষ্ঠচক্রের স্থিতি কথিত হয়।

দেহ-তত্ত্বের প্রসংগে যোগশাস্ত্রে সর্ব্বত্র ১৬টি আধারের কথা পাওয়া যায়। এইগুলি জীব-ভাবের আধার নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নের পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে মূর্দ্ধাস্থান দ্বাদশান্ত পর্য্যন্ত এই সকল আধার অবস্থিত। অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু, মেঢ্র, পায়ু, কন্দ, নাড়ী, জঠর, হৃৎপদ্ম, কূর্ম্মনাড়ী, তালু, ভ্রূমধ্য, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র ও দ্বাদশান্ত এইগুলি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহাদের মধ্যে হৃৎপদ্মকে সংজীবনী শক্তির আধার এবং জঠরকে সর্ব্বকামনার আধার মনে করা হয়। কূর্ম্মনাড়ীর স্থান বক্ষ:স্থল। তালু সোমকলামৃত দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহা সুধার আধার। ভ্রূমধ্যে বিদ্যাকমলের স্থান।

লক্ষ্য তিন প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই তিনটির নাম অন্তর্লক্ষ্য, বহির্লক্ষ্য ও উভয়লক্ষ্য। কোন কোন আচার্য্য উভয়লক্ষ্যকে মধ্যলক্ষ্যও বলিয়া থাকেন। মণ্ডল ব্রাহ্মণ উপনিষৎ, অদ্বয় তারক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে যেটিকে অন্তর্লক্ষ্য বলা হইয়াছে তাহা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর। ইহা জ্বলন্ত জ্যোতি:স্বরূপ। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদ বশত: কিছু কিছু মতভেদ আছে। যোগীর দৃষ্টিতে ইহা সহস্রারে জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈষ্ণব সাধকের

দৃষ্টিতে ইহা বুদ্ধি-গুহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরূপে প্রকট হয়। শৈব সাধকের দৃষ্টিতে উহা শীর্ষের অন্তর্গত মণ্ডল মধ্যে শক্তিযুক্ত পঞ্চমুখ শিবের আকারে প্রকাশিত হয়। আর যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদিত 'দহরবিদ্যার' উপাসক তাহাদের নিকট ইহা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন মতে ষোড়শান্তস্থিত তুরীয় চৈতন্যও লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা তারকযোগের সাধনা করেন তাঁহারা এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। মানুষ মাত্রেরই দুইটি চক্ষু আছে। এই দুইটি চক্ষুর অন্তঃস্থিত দুইটি তারকে চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বামটিতে চন্দ্রের ও দক্ষিণটিতে সূর্য্যের প্রতিফলন হয়। এই দুইটি তারকের দ্বারা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যের দর্শন করিতে হয়। যোগিগণ বলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় পিণ্ডাণ্ডে অর্থাৎ মানবদেহের মধ্যস্থিত আকাশে চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত আছে। এই দুইটি মণ্ডলকে পূর্ব্বোক্ত দুইটি তারকের দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে একীভূত করিয়া দর্শন করিতে হয়। ইহার ফলস্বরূপ তারকযোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

অযোগী যেমন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চন্দ্র-সূর্য্যকে মন:সংযুক্ত তারকদ্বয়ের দ্বারা দর্শন করে তদ্রূপ যোগী নিজের মস্তকাকাশে প্রতিভাসমান চন্দ্র-সূর্য্যকে মনঃসংযুক্ত তারকদ্বয়ের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। মনঃসংযোগ ব্যতীত এই দর্শন সম্ভবপর নহে। সুতরাং অন্তর্লক্ষ্য দ্বারা এই তারকই অনুসন্ধানের বিষয়। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদে এই তারক দুই প্রকার। যাহা মূর্ত্ত তারক তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু অমূর্ত্ত তারক ভ্রূযুগের অতীত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও মনঃসংযুক্ত অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত রন্ধ্রে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে দুইটি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধদিকে লক্ষ্য করিলে যে তেজের আবির্ভাব অনুভব করা যায় তাহাই তারকযোগের লক্ষ্য। উহার সঙ্গে মনঃযুক্ত তারক যোজনা করিয়া অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ভ্রূদ্বয়কে উপরের দিকে উৎক্ষেপ করিতে হয়। ইহাই পূর্ব্বতারকের সাধনার সারাংশ।

যেটি উত্তর তারক বা অমূর্ত্ত তারক তাহারই নামান্তর অমনস্ক।

বহির্লক্ষ্য নাসাগ্র হইতে বহির্দ্দেশের দূরত্বের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকার। লক্ষ্য দ্বারা নানা বর্ণসমন্বিত ব্যোম বা আকাশের দর্শন হয়। মধ্যলক্ষ্য অন্তরিক্ষে বিভিন্ন প্রকার দর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দর্শনের ফলে ক্রমশঃ পাঁচ প্রকার আকাশের দর্শন হয়। তারমধ্যে প্রথমটি নির্গুণ আকাশ, দ্বিতীয়টি পরাকাশ, তৃতীয়টি মহাকাশ, চতুর্থটি তত্ত্বাকাশ, এবং পঞ্চমটি সূর্য্যাকাশ নামে প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্যের পর ১২টি গ্রন্থির জ্ঞানও যোগীর পক্ষে পাওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থিগুলি বিশুদ্ধ চৈতন্যের আবরণ বলিয়া গ্রন্থি নামে প্রসিদ্ধ। মায়া হইতে শক্তি পর্য্যন্ত ১২টি গ্রন্থির পরিচয় তান্ত্রিক যোগ-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের নাম প্রথমে (১) মায়া ও (২। পাশব এই গ্রন্থিদ্বয়। ইহার পর কারণস্থিত পাঁচটি গ্রন্থি—(৩) ব্রহ্মা, (৪) বিষ্ণু, (৫) রুদ্র, (৬) ঈশ্বর, (৭) সদাশিব। এই পাঁচটি কারণ বা অধিকারী পুরুষের স্থানে বিদ্যমান,—অর্থাৎ হৃদ্দেশে, কণ্ঠে, তালুতে, ভ্রূমধ্যে ও ললাটে অবস্থিত। ইহার পর ইন্ধিকা, দীপিকা, বৈন্দব, নাদ ও শক্তি এই পাঁচটি গ্রন্থি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এইগুলি নিরোধিকার উর্দ্ধে নাদশক্তি রূপে পরিচিত। পরম চৈতন্যের প্রকাশের পক্ষে এইগুলিও আবরণ স্বরূপ। ইহার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। প্রথমে যে মায়া শক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহার স্থান কৌলিক আচার্য্যগণের মতে আনন্দ ইন্দ্রিয়, কারণ উহাই দেহোৎপত্তির হেতু। পাশব গ্রন্থির স্থান কন্দ। পশুবর্গ সংকুচিত দৃক্‌শক্তি সম্পন্ন বলিয়া কন্দস্থিত এই গ্রন্থি পাশবদ্ধ জীবগণের প্রথম উদ্ভেদ স্বরূপ। ব্রহ্মাদি পাঁচটি কারণ-গ্রন্থি পশুর সৃষ্টি প্রভৃতির কারক বলিয়া নিরোধের হেতু। তাই এইগুলিকেও গ্রন্থিরূপে গণনা করা হয়।

পূর্ব্বে যে পঞ্চ আকাশের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি শূন্যস্বরূপ ও সৌষুপ্ত আবেশের উৎপাদক, তাই বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধির জন্য এইগুলিকেও অতিক্রম করা আবশ্যক হয়।

চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি নামে তিনটি ধাম আছে, যাহারা বাম, দক্ষিণ ও

মধ্যস্থান অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। এই তিনটি ধামের সঙ্গে ত্রিবিধ বায়ুর সম্বন্ধ আছে। ঐ সকল বায়ুর দ্বারা মানবদেহ অধিষ্ঠিত। তিনটি বায়ুর আশ্রয়ে তিনটি প্রধান নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ব্যাপক দৃষ্টিতে নাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশী। বস্তুতঃ নাড়ীর সংখ্যা নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল বৈচিত্র্য সমনা পর্য্যন্ত স্তরভেদে বিভিন্ন প্রকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের উর্দ্ধে বা পরে উন্মনাভূমি পরমপদ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে অমনস্কের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহারই নামান্তর। ইহাই পরম শিবপদ এবং পূর্ণ সামরস্য বা অদ্বয় স্থিতি। এই পরমপদই পরমব্যোম। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহের মতে ইহা দ্বাদশান্তেরও উপর। দ্বাদশান্ত ললাটের উর্দ্ধে কপালের উর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত, কিন্তু পরমব্যোম কাহারও কাহারও মতে শিরোদেশ হইতে দুই আঙ্গুল উর্দ্ধে অবস্থিত।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা মানবদেহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির নাম ও পরিচয় প্রদান করিলাম। দিব্যদেহ লাভ ও পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথে এইগুলির জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। দিব্যদেহের সাধনাই অমরত্বের সাধনা। কালের অধীন ক্ষণভঙ্গুর, জরাব্যাধি সংকুল নশ্বর দেহের পরিবর্ত্তে শাক্তদেহ প্রাপ্তিই অমরত্ব সাধনার লক্ষ্য। এই দেহ চিৎশক্তিময় বলিয়া চিদানন্দময় ও অমৃত দ্বারা ইহা ব্যাপ্ত। পরাচিৎশক্তির অমৃতরূপে উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাক্তদেহের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ইহার বহু প্রক্রিয়া আছে—তন্মধ্যে কৌলিক প্রক্রিয়াই এখানে আলোচ্য। আনুষঙ্গিক ভাবে তান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিও আলোচনা করা হইল। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই দুইটিরই বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রক্রিয়াটির তত্ত্ব নিরূপণের জন্য সর্ব্ব প্রথম পরাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরাশক্তি যে ভগবৎশক্তি অথবা আত্মশক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শক্তি হইলেও ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন ভাবে অথবা সমরস ভাবে অবস্থিত। আধারাধেয় ভাবে নহে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ইহার আশ্রয় ও ইহা স্বরূপের আশ্রিত এইরূপ ভাবে নহে। এই পরাশক্তি চিতিরূপা স্বাতন্ত্র্য শক্তি। ইহাকে আশ্রয় না করিয়া পূর্ণত্বের অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হওয়া

অসম্ভব। কিন্তু মানুষ নিরন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা তজ্জাতীয় অন্যান্য দ্বন্দ্ববৃত্তির অধীন বলিয়া সহজে এই মধ্যমাশক্তির সন্ধান পায় না। প্রাণ ও অপানের বৃত্তিরূপে এই দ্বন্দ্বশক্তি অথবা বিরুদ্ধশক্তি মানবদেহে কার্য্য করিয়া থাকে। সেইজন্য যে কোন প্রকারেই হোক্ প্রাণ ও অপানের বৃত্তিকে অভিভূত রাখা আবশ্যক। বিরুদ্ধ-শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধভাব সাময়িকভাবে উপশান্ত হইলে অর্থাৎ সাম্য প্রাপ্ত হইলে সুষুম্নাস্থিত মধ্যমপ্রাণে অর্থাৎ উদান নামক প্রাণব্রহ্মে পূর্ব্ববর্ণিত পরাশক্তির সঞ্চার ভাবনা দ্বারা অনুভব করিতে হয়। কিন্তু ইহা করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে দেহাদিতে যে অহং ভাব থাকে তাহা দূর করিয়া পূর্ণাহন্তা স্বরূপে আবিষ্ট হইতে হয়। ইহা একমাত্র অহং ভাবের চিন্তার দ্বারাই হইতে পারে। ইহার পর পূর্ণাহন্তাময় মূলমন্ত্রকে পরাশক্তির সহিত সমরস অথবা অভিন্ন চিন্তা করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বয়মুদিত প্রাণাদি সংস্পর্শহীন স্পন্দনের অভিব্যক্তি হয়। এই স্পন্দনই পূর্ব্বোক্ত সামরস্য সম্পাদনের সহায়ক। এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইলে মন্ত্রবীর্য্যের সার ভাবনা পথে উদিত হয়; তখন ঐ অভিমানটিকে দেহপ্রাণাদি পরিচ্ছিন্ন প্রমাতৃভাবের অভিমান শান্ত করিয়া জন্মাধার আনন্দচক্রে আরোপ করিতে হয়। এই প্রকারে পরিমিত অহংভাব প্রশান্ত হইলে ঐ অভিমানটিকে আনন্দচক্র হইতে উঠাইয়া মূলাধারে অথবা কন্দস্থানে স্থাপন করা আবশ্যক। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল তাহা প্রাথমিক প্রক্রিয়ার বিবরণ। ইহার পর যে ১৬টি আধারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাদিগকে এক একটি করিয়া বিদ্ধ করিতে হয়। এই বেধন ক্রিয়াতে সূচীস্থানীয় হইতেছে নাদ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক প্রাণের অথবা স্ফুরণভাবের উন্মেষ। এই ব্যাপারে সূক্ষ্মযোগ ও প্রয়োগের সাহায্য অধিকার ভেদে অল্পাধিক পরিমাণে আবশ্যক। সূক্ষ্মযোগ বলিতে উন্মেষ প্রাপ্ত স্ফুরণের তীব্র উত্তেজনা বুঝিতে হইবে। তীব্র উত্তেজনার ফলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণাত্মক মন্ত্র ক্রমশঃ স্বস্থান হইতে একটু একটু করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে। ইহারই নাম প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এই আরোহণ প্রক্রিয়া সুষুম্না বা মধ্যনাড়ীর মার্গ দিয়া ঘটিয়া থাকে। এই

আরোহণ ব্যাপারে কুলশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সবগুলি আধার ও সবগুলি গ্রন্থির পর পর ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ ১৬টি আধার ও ১২টি গ্রন্থি অতিক্রান্ত হয়। সর্ব্বান্তে দ্বাদশান্ত নামক ধ্রুবস্থানকেও বেধ করিয়া বাহির হইতে হয়। এই বেধ ক্রিয়া বস্তুতঃ আবেশেরই ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বাদশান্তে প্রবেশ করিলেই মহামায়া পর্য্যন্ত সকল বন্ধন ত্যাগ হয়, বলিয়া ধ্রুবপদে স্থিতি হয়। দ্বাদশান্তের বেধ সম্পূর্ণ হইলে যে ব্যাপকতার আবির্ভাব হয় তাহা নিত্যোদিত পরাশক্তির সামরস্য। এই পর্য্যন্ত যোগ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের ফলে পরাশক্তির সঙ্গে অভেদ সিদ্ধ হয়। পরাশক্তির সঙ্গে অভেদ এবং পরমশিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য একই জিনিস।

অমরত্ব সাধনের কৌলিক প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব্ব এখানে শেষ হইল। এই প্রথম পর্ব্বেই পরমশিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য ঘটিয়া থাকে। ইহার পর উক্ত সাধনার দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হয়। যখন দ্বাদশান্তের ভিতর প্রসরণশীল শক্তিধারা মধ্যম মার্গ দ্বারা হৃদয়কে আপূরিত করিয়া থাকে তখন পরমানন্দের আবির্ভাব হয়। উহার প্রবাহই অমৃত ধারা। বলা বাহুল্য, হৃদয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত পরমানন্দ ঠিক রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে। যতক্ষণ হৃদয়ে বিশ্রান্তি থাকে ততক্ষণ ভাবনার দ্বারা ইহা অনুভব করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহার পর হৃদয় হইতে উচ্ছলিত ঐ পরমানন্দকে প্রবাহমুখে চারিদিকে প্রসারিত করিতে হয়। ইহার ফলে এক প্রকার অনন্ত নাড়ীপ্রবাহ প্রসারলাভ করিয়া থাকে।

এই অমৃত প্রসারের অনুরূপ ধ্যান সমাপ্ত করিয়া, ঐ অমৃত দ্বারা নিজের দেহকে ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ করিতে হয়। এইভাবে নিজের দেহ অমৃতময় সম্পন্ন হওয়ার পর দ্রুতবেগে ঐ প্রবাহ দেহস্থিত যাবতীয় রোমকূপ দ্বারা বাহ্য জগতে অথবা বিষয়গ্রামে অনবচ্ছিন্নভাবে প্রেরণা করা আবশ্যক। ইহার পর সূক্ষ্ম শাক্তানন্দ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগত আপ্যায়িত হইয়াছে ধ্যান করিতে পারিলে অজর ও অমর ভাবের প্রাপ্তি ও অন্তে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কৌলিক সাধন সাহিত্যে ইহা মৃত্যু জয়ের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।

বলা বাহুল্য, দেহের অঙ্গ ও উপাঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ব্যতিরেকে কৌলিক-প্রক্রিয়ামূলক অমরত্ব সাধনের ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

প্রসঙ্গতঃ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই স্থানে দেওয়া হইল। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্ব প্রথম সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে অশ্বিনীমুদ্রার অনুরূপ সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত করিতে হয়। তাহার পর এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে অধিষ্ঠান করিয়া পরবর্ত্তী ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই শক্তি স্পন্দাবিষ্ট 'মধ্যম কলা' নামে প্রসিদ্ধ। এই জাগ্রত প্রাণশক্তিকে নিরন্তর মনোযোগপূর্ব্বক ঈক্ষণ করিতে করিতে উহাতে আবেশলাভ করা আবশ্যক হয়। তদনন্তর পাদাঙ্গুষ্ঠ নামক আধারকে ভাবনার দ্বারা আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইবার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই অঙ্গুষ্ঠই দেহের অথবা নিজের সর্ব্বনিম্নস্থ কালাগ্নির আশ্রয়। এই পর্য্যন্ত সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইলে কন্দভূমিতে উপলব্ধ শাক্তানন্দরূপ বীর্য্য ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া পরিস্ফুট ভাবনা বলে উহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। ইহার ফলে প্রাণস্পন্দরূপা ক্রিয়াশক্তি উক্ত শাক্তস্পন্দ দ্বারা আপূরিত হইয়া অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠে ও নাভিকে প্রাপ্ত হয়। এই নাভি প্রাপ্তি ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়ের নির্দ্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইচ্ছা অথবা সঙ্কোচক্রম হইতে উৎপন্ন উর্দ্ধারোহণে প্রযত্ন এবং বিজ্ঞান বা ভাবনা প্রধান। মূলস্পন্দ আশ্রয় করার কথা যেখানে যেখানে বলা হইয়াছে সেখানে বুঝিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত অশ্বিনী-মুদ্রার অনুরূপ সঙ্কোচন প্রসারণ পূর্ব্বক স্থান বিশেষে নিরোধ। কোন কোন তন্ত্রে দিব্যকরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে—ইহা তাহারই উপলক্ষণ। দক্ষিণ ও বামস্থিত দুই নাড়ী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ইচ্ছা ও জ্ঞানের আশ্রয় পূর্ব্বক মধ্যমার্গের প্রবহণশীল প্রাণ-ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সুষুম্না নাড়ীকে অবলম্বন করা আবশ্যক। সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গোচর বিচার সকল হইতে বিরত হইবে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখ করিয়া ইহার পর মায়াহীন বিজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ চিদানন্দরূপী জ্ঞানশক্তির দ্বারা, যাহাতে প্রাণ প্রভৃতির প্রাধান্য নিরঙ্কুশ অবিদ্যাংশ থাকে না, হৃদয় কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানস্থিত ব্রহ্মাদি কারণবর্গকে একটি একটি করিয়া ত্যাগ

করিবে। ইহার পর মায়াদি গ্রন্থিগুলিকে ভেদ করিবে ও হৃদাদি স্থানস্থিত ৫টি আকাশকেও ত্যাগ করিবে। ইহার পর ব্রহ্ম হইতে শিব পর্য্যন্ত ৬টি কারণের উর্দ্ধে কুণ্ডলশক্তি অথবা সমনা শক্তিতে উপনীত হইবে। এই সমনা শক্তির গর্ভে শূন্যাতিশূন্য পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব কুণ্ডলরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। সমনাশক্তির প্রাপ্তির পর বিজ্ঞানের দ্বারা উর্দ্ধে বিরাম লাভ করিবে। ইহাই উন্মনা পরতত্ত্ব প্রাপ্তি অথবা পরমশিবের অবস্থা বা সামরস্য। পূর্ণত্ব লাভের এই সাধন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত তন্ত্র সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য, কৌলিক ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ভেদ আছে। সূক্ষ্মধীসম্পন্ন পাঠক সমাজ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"অন্তর সন্ন্যাসই ত সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী হওয়া খুব ভাগ্যের কথা, আনন্দের কথা। সর্ব্বত্যাগ, সন্ন্যাস মানে সর্ব্বনাশ। নাশ ভাবও যে নাশ হইয়া যায়।"

"মা"

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

কারে মানা করি
কারে রাখি সরাইয়া ?
প্রাণে প্রাণে বাজে
একটি নিখিল হিয়া ।

দূর কাছে এসে কয়—
আমি কি তোমার নয় ?
চলিতে চলিতে পথে
গেছ মোরে হারাইয়া ।

নয়নের আগে
যে-ভুবন খানি আছে
সে আমারে টানে
আরো কাছে আরো কাছে।

সে কহে—আমারে বুঝি
পাইতে হয় না খুঁজি ?
তাই এতো হেলা ফেলা
করিছ আমারে নিয়া ?

শ্রীআনন্দময়ী মার সঙ্গে

শ্রীঅভয়

পাঁচ

মা বললেন, "দেখ, ছাদে বেড়াব ভাবছিলাম, শোবার ভাব নেই।" আমি শুনে বলি, "কাজ নেই মা, বড় ঠাণ্ডা হাওয়া।"

মা বিছানায় শুলেন। শুয়ে শুয়ে কথা বলছেন। আমি তাগ্ বুঝে মায়ের কাছে কথা পাড়লাম, মায়ের ব্যক্তিগত অবস্থার কথা। মা যখন বিশ্রাম করেন তখন মায়ের মনের অবস্থাটি কেমন থাকে ?

মা বললেন, "ভিতরে সব সময়েই এক রকম। শরীরের গতি কখনও এ-রকম, কখনও সে-রকম" ইত্যাদি।

মা আবার বলছেন, "এ শরীরে আগে কখনও এ-রকম হ'ত, কেউ একটা কথা আর একজনকে চুপে চুপে বলছে, হয়ত শরীর আপনি আপনিই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ হয়ত কিছু লুকিয়ে রেখেছে, শরীরটা আপনিই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

"কথাতে কথা বেড়ে যাবে, এখন থাক্। শুয়ে পড়।"

মাও চুপ, আমিও চুপ। ঘণ্টা দুই পরে তিন মূর্ত্তি হাজির। গুরুপ্রিয়া, বেলু ও মাসীমা। ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। মাকে পেয়ে এখন আশ্বস্ত। সবাই ফিরে গেলেন তাঁরা, কিন্তু গুরুপ্রিয়া পুনরায় এলেন এবং মাকে জিজ্ঞাসা করলেন মায়ের ঘরে তিনি শোবেন কি না। মা শুতে বললেন। মায়ের এদিকে আদেশ, তাঁর ঘরে একজনের বেশী কেউ শোবে না। তাই গুরুপ্রিয়া আমাকে অন্য স্থানে গিয়ে শুতে বললেন। কিন্তু মা আমার মুস্কিল আসান ক'রে দিলেন এই ব'লে, "শুয়েছে, আজ থাক এখানেই।"

একদিন রাত্রিতে মা শুয়ে আছেন উপরতলার ঘরে। শরীর অসুস্থ, তাই মায়ের অঙ্গে তেল মালিশ করা হচ্ছে।

কিন্তু এক-ঘর লোক। ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রম থেকে বাঙালী এসেছেন কয়েকজন। তাঁরা মায়ের কাছে কথা তুলেছেন।

মা—দেখ, মন স্থির হবে কেমন ক'রে? স্থির জিনিষের সঙ্গ কর তবে তো মন স্থির হবে।

"জাগতিক জিনিষ স্বভাবতঃই চঞ্চল। আজ আছে কাল নেই। এই যে এটা—কদ্দিন থাকবে?"

একটি মেয়ের হাতে মায়ের হাতের ছাপ একখানি ছিল। মা তা দেখাচ্ছেন।

ভক্তটি বললেন, "তা মা অনেক দিন থাকবে। যতদিন শরীর থাকবে।"

মা—জাগতিক হিসাবে···।

"যে জিনিষের ক্ষয় নাই তার ফটো নাও, যে জিনিষ দিন কতক বাদে নষ্ট হয়ে যাবে তার ছাপ নিয়ে কি হবে?

"জগতের চঞ্চল স্বভাব। চঞ্চলের চিন্তা করবে—মন স্থির হবে কেমন ক'রে? জাগতিক বিষয়ের স্বভাবই এই যে, খণ্ড আনন্দ দেবে। তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেবে। ভোগ করবে, ততই তৃষ্ণা আরও আরও বেড়ে যাবে। ওটাই বিষয়ের স্বভাব। তোমার একখানা বাগান-বাড়ী চাই। হ'ল। তখন ওই রকম আর একখানা হ'লে ভাল হয়।

"সুতরাং যার জ্ঞান হয়েছে, সংসারে—জগতের মধ্যে কিছুতেই হবে না, অখণ্ড শান্তি পাওয়া যাবে না—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না—সে এ সবের বাইরে অখণ্ড আনন্দ লাভ করবার পথে চলে যায়।

কিছু পরে মা বলছেন, "এ পথে কি আছে না আছে এ পথে না গেলে বোঝা যায় না। একটা আছে শুনা, আর একটা প্রত্যক্ষ। টাইম টেবিলে

মোটা মোটা স্থানের কথা আছে। তা প'ড়ে ঐগুলি জানা যাবে। কিন্তু যখন গাড়ীতে যাবে তখন দেখবে আরও কত কি আছে, গাছপালা, নদী কত কি। সে সব টাইম টেবিলে নাই।"

১১ই চৈত্র, শুক্রবার, ২৫শে মার্চ্চ। হরিদ্বারেই মা আছেন। ডাক্তার পন্থের বাড়ীতে। পূর্ণ কুম্ভের মেলা, তাই সারা হরিদ্বার মেতে উঠেছে।

সন্ধ্যার পরে মায়ের কাছে কথাবার্ত্তা চলছে। উপেনবাবু বললেন, "মা, এই যে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি এ সব তো দুর্ব্বলতা। শরীর ভাবধারণক্ষম না হ'লে ঐ ভাবে শরীরে বিকার উপস্থিত হয়।

মা—তা নয়। তোমার হাসি পাচ্ছে, তুমি হাসছ। হাসিটা তোমার আনন্দের প্রকাশ। এটা কি দুর্ব্বলতা? ঐ রকম ভিতরে কোনও প্রকার ভাবের প্রবলতা হ'লে নানা ভাবে প্রকাশ হয়। বৈষ্ণবেরা তো পুস্তকে লিখেই রেখেছে এ সব বিকাশ বা বিকারের কথা।

"এ আবার দু রকম আছে।

"জাগতিক ব্যাপার নিয়ে এ রকম হয়। যেমন শীতে কাঁটা দিচ্ছে। আর হয় আধ্যাত্মিক ভাবেতে। অনেক সময়েই হয় ত অশ্রুপুলকাদি হচ্ছে, কিন্তু জাগতিক ভাবে।

"আবার মিশ্র আছে। ভগবদ্‌ভাব ও জাগতিক ভাবের মিশ্রণে অশ্রুকম্প-পুলকাদি হচ্ছে। লোকে হয়ত মনে করে, 'আহা, কি ভাব!'

"অনেক সময়েই ইচ্ছাশক্তির জোরে এ রকম হয়। ......অনেকের ভিতর একটা ইচ্ছা আসে যে ঐ রকম হোক, কি ঐ ভাবে পড়ে থাকি, কতকটা ঐ জন্যেও ঐরূপ হয়।

"সব কিন্তু লক্ষণে ধরা পড়বে। এ সব দুর্ব্বলতা বলছ, আচ্ছা আমিও বলছি। কিন্তু ঠিক ঠিক এ সব ভাব শরীরে প্রকাশিত হ'য়ে গেলে সব পাল্টে

যায়। তখন, আমার অমুককে দেখতে ইচ্ছা করে, না দেখলে ছুটে যাই—এ সব থাকে না, আসক্তি থাকে না।

"সকলেরই যে এ রকম হবে তা নয়। যে এই ধারায় চলবে তারই ভিতরে এই সব প্রকাশ পাবে। ভিন্ন ধারায় যারা চলবে তাদের মধ্যে এ সব প্রকাশ পাবে না। কিন্তু ভিতরে সবই হয়ে যাবে, সব ভাবই খুলবে, প্রকাশ হবে না।"

কথা উঠে গেল সাধকদের নিয়ে আর অবতারাদিকে নিয়ে। মা বললেন, "অবতারাদি সাধারণ থেকে সাধারণ, আবার অসাধারণ থেকে অসাধারণ। আর সাধক—যতই উন্নত হবে তাঁর সব কথার মধ্যেই উচ্চ ভাবের একটা ছাপ থাকবে।"

মা পরে এক সময়ে বলেছেন, কোনও অবস্থায় সাধক ইচ্ছা করলে ধরা না দিয়েও চলতে পারেন—এ কথাও এখানে ব'লে রাখি। যা হোক্ সেদিন মা যখন সাধকদের আর অবতারাদির তুলনামূলক আলোচনা করলেন আমি একটি কথা না ব'লে পারলাম না। আমি সে সময়ে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই মতটিকে মনের মধ্যে খুব দড় ক'রে এঁটে রেখেছিলাম। বললাম, "আমার কিন্তু মনে হয় অবতার অপেক্ষা এক হিসাবে জীবন্মুক্ত বড়। ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা—এ সত্য অবতারের চেয়ে জীবন্মুক্তের কাছেই বেশী প্রতিভাত হয়েছে।" মা আমার কথা শুনে খুব হেসে উঠলেন।

এখানে আমি গুটি দুই কথা ব'লে ফেলব। প্রথম কথা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এ কথার মানে যদি এই হয় যে, ব্রহ্ম-সত্যে কোনও বৈচিত্র্য বা তরঙ্গ নেই, শক্তির লীলা নেই তাহ'লে ওটি আংশিক সত্য, অনন্তস্বরূপ পূর্ণ সত্যের একটি দিক্ মাত্র। আর, জীবন্মুক্ত বলতে যদি বোঝায় পরম জ্ঞানের অধিকারীকে, যার প্রবেশ আনন্ত্যময় ভগবৎস্বরূপে—তাহ'লে তাঁর তুলনা তিনি। জ্ঞানী ভগবানের আত্মা। "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।"

এখন আমরা আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে যাব আবার। হরিদ্বারে পীতকুঠীতে আনন্দময়ী মা কি করছেন দেখি। রাত্রি নয়টা বাজেনি এখনও। বারান্দায় মা

পায়চারি করছেন। গুরুপ্রিয়া এসে রুমাদেবী এবং আর দুটি মেয়ের কাণ্ডের কথা বলছেন তাঁর কাছে। ব্যাপার এই, বারিক মাঈ ব'লে মায়ের যে ভক্ত আছেন তিনি মোটেই বারিক অর্থাৎ সরু নহেন। তিনি স্থূলকায়া। মা তাঁকে বারিক-মাঈ ব'লে ডাকেন। রুমাদেবী বারিক মাঈ সেজে রঙ্গ ক'রে নেচে ছিলেন। অপর দুটি মেয়ের এতে প্রচুর আমোদের খোরাক জুটেছিল।

এই প্রসঙ্গে মায়ের কাছে মহাভারতের মুষলপর্ব্বের কথা উঠল। একজন বর্ণনা ক'রে শোনালেন, কেমন ক'রে নকলের উপলক্ষে যদুকুল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

মা মন্তব্য করলেন, "এত ঠিক নয়।"

তারপরে ঘরে এসে যখন বসেছেন সেই দুটি মেয়েকে ডেকে আনতে আদেশ করলেন।

তাঁরা উপস্থিত হ'লেন। মা সব শুনে বললেন, "দেবীজী (রুমাদেবী) বুড়ো মানুষ আর ও অনেক জপ টপ করে। তাই ওর কথা ছেড়ে দাও। ওর দণ্ডের হিস্যা তোমরা দুজন ভাগ ক'রে নাও। তোমাদের দুজনের দশ হাজার ক'রে জপ।"

দুটির মধ্যে একটি কাশ্মীরী মেয়ে ছিল। তাকে লক্ষ্য ক'রে মা বললেন, "সমস্তটা এখন ক'রো না। এখন শুরু ক'রে রাখ। থোড়া থোড়া ক'রে দু'একদিনের মধ্যে খতম ক'রে দিও। বুঝেছ?"

বলা বাহুল্য হিন্দীতেই মা কথা বলছেন।

মার কথায় কাশ্মীরী মেয়েটি প্রথমে হাসলেন, কিন্তু তারপরে শেষে কেঁদে ভাসালেন। মা তখন তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন।

১৩ই চৈত্র, রবিবার, ২৭শে মার্চ্চ। বিকেলে এক বৈষ্ণবের আগমন পীতকুঠীতে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভক্ত। ভাবটি বেশ। গৌরহরির কীর্ত্তন করতে লাগলেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝর্‌তে লাগল। মা বসে বসে শুনলেন।

রাত্রিরে বলছেন, "শরীরের ভাবটা এই, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হচ্ছে, শরীরটা কৃষ্ণভাবাপন্ন হয়ে যায়। গোরার গান শুনতে শুনতে গোরার ভাব এসে যায়।

"এ শরীরে আগে দেবদেবীর ভাব এসে যেত। পূজা যখন করত তখন যুগপৎ ভক্ত-পূজক ভাব, আবার উপাস্য দেবতার ভাব। দেবতার ভাবে মুখের এমনও পরিবর্ত্তন হ'ত যে, দেখে লোকের ডর হয়ে যেত।

রামতারণ চট্টোপাধ্যায় একজন বিদ্বান্, রসিক ব্যক্তি। মাকে তিনি বলছেন, মা, যার গান শোনো তার ভাব হয়। তবে 'মা কৃপা কর' যদি আমরা গাই কৃপা করবার ভাব আসবে কিনা।

মা—তা কেন? তা হ'লে 'কৃপা কর'—এই ভাবটাই আসবে।

আমি বললাম, বা। তবে 'কৃষ্ণ, আমায় কৃপা কর' ব'লে গাইলে কৃষ্ণের ভাবটা আসে কেন?

মা স্বীকার করলেন। বললেন, "হাঁ, একটা বলতে পারবে না। দুটোই আসে, উপাস্যের ভাব এবং উপাসকের ভাব।"

এইবারে বুধবার দিনের কিছু কথা বলব। ১৬ই চৈত্র, বুধবার। মা আহার ক'রে নীচে শুতে এসেছেন। একখানি ছবি না দেখে বালিকার মত বলছেন, "ছবি কই এখানে যেটা ছিল? কই, কই?"

তারপরে বলছেন, "যে রকমটা ছিল সেই রকমটা রাখতে হবে। ঠিক যে রকম ছিল।

"এই রকম, যা ছিলাম তাই হ'তে হবে।"

আমি মায়ের কথা শুনে অমনি গানের কলি ধরলাম, "আমি যা ছিলাম তাই ক'রে দে মা, শোন বলি আবাগের বেটী।"

বিকেল বেলা। এক সাধু এসেছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, জাতিভেদ কি মানা উচিত?"

জাতিভেদ। তথাচরিত জাতিভেদ-প্রথা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান ভারতে কিছুটা শিথিল। কিন্তু এখনও অনেক অনেক অবাঞ্ছনীয় সংস্কার এবং অভ্যাসের দাসত্ব বাকি। যা হোক, আমার ব্যক্তিগত মতামত এক পাশে থাক্। এখন প্রসঙ্গটির অবতারণা করব। দেখব, সাধুব্যক্তিটির কাছে মাতাজী জাতিবিচার সম্পর্কে কেমনতর আলোচনা করছেন।

সাধুর প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, "বিভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী এই সব বিচার আসে। তোমার কি মনে হয়? মানা উচিত কি না?

সাধু। মনে হয় মানা উচিত।

মা। তবে তুমি মানবে।

সাধু। মা, অনেক সময়ে ভারী অসুবিধা হয়। যখন সন্ন্যাসীদের সাথে চলতে টলতে হয় তখন তারা হয়ত জাতটাত ছোঁওয়া টোওয়া মানে না। কেন না সন্ন্যাসী। আমি কি করব?

মা। তুমি কি?

সাধু। আমি ব্রহ্মচারী।

মা। তবে তুমি ব্রহ্মচারীর নিয়মই মেনে চলতে চেষ্টা করবে। তোমার ব্যক্তিত্ব তুমি রেখে চলবে। অসুবিধা হ'লেও। সন্ন্যাসীরা যা হয় করুক গে।

"দেখ, সবাইএর জন্য সব নয়। যেমন সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ে সব জন্মগ্রহণ করে তেমনি প্রত্যেকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা।

"ব্রহ্মকুণ্ডে যেতে হ'লে তোমাদের বাড়ী থেকে যাবে, আলাদা পথ। ওদিক থেকে যেতে হ'লে ঘুরে তো যাবে না এ পথ দিয়ে।"

হাসছেন এবং বলছেন।

"যার মনে বিচার আসবে না, যার মনে আপনা আপনি সংস্কার থেকে আসবে যে জাতবিচার-টিচার কিছু নয় তার কথা আলাদা।

* * * *

"সংস্কার নেই, না জোর ক'রে করছে দেখতে হবে। ছেলেরা দেখ না খেয়ে হাত মুছে বসে থাকে। মানে না, বলে সকরা আবার কি? তমোগুণ থেকেও এ ভাব আসে। আবার কষ্ট করে গিয়ে হাত ধুয়ে আসতে হবে। থাক্।

"যার হাতটা সকরা হ'লে না ধুলে মনটা খুঁতখুঁত করে তার ধুতে হবে। হাত না ধুলে যেন ভাল লাগে না। হাত বেশ ধুয়ে মন শুদ্ধ হ'ল। বেশ একটা শুদ্ধ ভাব।"

১৯শে চৈত্র, শনিবার। মা নীচের বারান্দায় ব'সে। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলেছে।

ভদ্রলোক কৈলাস গেছিলেন, মা ও তাঁর সঙ্গীরা যেবার গেছিলেন সেইবারই। পত্নীবিয়োগ হয়েছে, পুত্রও ইহলোক ত্যাগ করেছে। এরপরই তাঁর মনের মধ্যে জেগেছে, নানা তীর্থ দর্শন ক'রে বেড়াব।

মাকে বলছেন ভদ্রলোক, "ভগবান তো সবই করান। আমরা যে তীর্থ করছি, পুণ্য করছি, কি ভাল কাজ করছি তা তো ভগবানই করান। একটা গানে আছে, কি যেন মানুষ সাক্ষীগোপাল, যা করান তাই করি। যেন টিয়াপাখী, যখন খাওয়ায় তখন খায়, যেখানে নিয়ে যায়, যায়। তবে, মানুষ খারাপ কাজ করে, চুরি করে তাও তো তিনি করান। কেন নয়? আর তাই যদি করান তবে মানুষ কষ্ট পায় কেন?

স্বামী শঙ্করানন্দ ব'লে উঠলেন, "করবার বেলায় তুমি, আর কষ্ট পাবার বেলায় আমি।"

মা—সবই তিনি করান। যেমন ভাল কাজ তিনি করান পাপ কাজও তিনি করান। কষ্টও পাওয়ান তিনি। তাঁর খেলা চলছে।

"এই যে তুমি এসে ব'সে বলছ, এ রকম দুঃখ পাচ্ছি—আমি দেখছি, তিনিই তুমিরূপে এসে এ রকম বলছে, দুঃখ পেয়েছি। দুঃখীও তিনি, সুখীও তিনি। খেলা চিরকাল ধ'রে এরকম চলছে।

"আবার, তিনি তোমায় কষ্ট দিতেছেন কেন? শুধরে নেবেন ব'লে। এই যে তিনি তোমার স্ত্রী-পুত্র আগে নিয়েছেন, কেন? তোমারই এতে একটু অন্য রকম ভাব হয়েছে, কেমন?"

ভদ্রলোক অমনি বলছেন, "না মা, আমার বিষয়াসক্তি কমেনি।"

মা—ও কথা নয়, একটু অন্য ভাব, কেমন তীর্থে যাচ্ছ টাচ্ছ। তিনি স্ত্রী-পুত্র আগে নিয়েছেন, তুমিও যাবে।

"তোমায় পূর্ণ ক'রে নিচ্ছেন। তাঁর মত পূর্ণ ক'রে। গল্‌তি নষ্ট করছেন এই সব দুঃখ দিয়ে। এরূপে তিনি মঙ্গল করছেন।"

ভদ্রলোক—মা, তীর্থে যাওয়ারই বা দরকার কি? এই তো কৈলাস গেছিলুম। টাকা খরচ করলেই যাওয়া যায়। অথচ, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক এই রকম কৈলাসলোক। এতে আমাদের মত লোকের যাওয়ারই বা অধিকার কই?

"আশ্চর্য্য! ঘরে কি ঠাকুর নেই, ভগবান নেই? বাইরে য়াওয়া একটা হুজুক্।"………

মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "ছেলেরা যখন পড়াশুনা করে তখন তারা নিজেরা কি পড়ছে, কতটা পড়ছে ঠিক ঠাওর পায় না, খালি প'ড়ে যায়। যখন পরীক্ষায় পাশের নম্বর পায় তখন বুঝতে পারে কতটা এগিয়েছে এবং তখন তার আনন্দ হয়।

"তেমন তুমিও যখন পাশের নম্বর পাবে তখন বুঝতে পারবে।

"এই যে তীর্থদর্শন বা সাধুদর্শন এদেরও ফল আছে। একটা প্রভাব আছে। আচ্ছা যখন তুমি সাধু দেখছ তখন বিষয়-চিন্তা তো কর না, সাধু দেখছি এরকম একটা ভাব মনের মধ্যে থাকে তো, ওতেই কাজ হয়।"

ভদ্রলোক। মা, এই সব সাধু, যারা দ্বারভাঙার মহারাজা?

মা। না, তুমি যে সব সাধু দেখতে এসেছ তাদের কথা বলছি।

* * * *

"সব সময় তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে থাকবে। মন স্থির করবার জন্যই তো এ সব। তাই, মন স্থির না হ'লে জপ করবে না এ কেমন কথা ?

"ঠিক রাখবে আমি এতটা সময় তাঁর জন্যে দেব। কীর্ত্তনে হোক, জপে হোক, পাঠে হোক, আলোচনায় হোক—তাঁর জন্য এতটা সময় দেব।

"বাকি সময়েও একটা ধারা রাখতে চেষ্টা করবে।"

"অমৃতের সন্তান তাঁকেই ভাবতে হয়। তা' ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই, নাই, নাই— যাতে শান্তি হবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে।"

"মা"

রূপায়ণ

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

দেউল নহে তো মোর অনেক দূরে,
তারে ঘিরে উপবন গন্ধে ভরা ;
তার-ই তরু-ছায়া তলে একটী ধারে
বসে আছি দু'নয়ন নিমেষ-হারা।
একদিন ছিল যবে প্রাঙ্গণ প্রান্ত
সাজে নি কুসুম-হারে সেদিন কে জানতো,—
দেউলের দেবায়ন অমৃত-ক্ষরা।

দেবতার অবয়ব সব হারানো,
প্রতিটি অণুতে ফোটা, ফোটা-শতদল,
অমরাবতীর মায়া দিয়ে মাখানো
অপরূপ, নব রূপ দীপ্ত-উজল।
গিয়েছে প্রহর কত, কেটে গেছে লগ্ন
নয়ন নিমেষহীন পদযুগে মগ্ন
বিস্ময়ে পুলকিত হৃদয় বিহ্বল।

মানস-যাত্রী মোর হংস-হৃদয়,
ছিল প্রভাতের লিপি তাহারই দ্বারে।
দিবসের স্রোতে ভাসা পালক-নিচয়
দুলেছে কভু বা আলো, কভু আঁধারে।
যে দোলায় নেশা-লাগা বিহ্বল চিত্ত
জানিত না কোথা তার সঞ্চিত বিত্ত
—কোন দূরে, কোথা কোন গোপন পুরে।

তবু-ও শুধাও যদি, 'মনের ভেলা
অকারণে ভাসায়েছে কোন গভীরে ?'
'শূন্য পথের পরে প্রদোষ-বেলা
ভাসায়ে দিয়েছে কেন নয়ন-নীরে ?'
পূর্ব গগনের দ্বার তখনো যে বন্ধ,
গাহেনি বিহগকুল, ফোটেনি আনন্দ,—
হাসা, ভাষা ছিল শুধু স্বপন-পুরে।

আজিকে ভরসা তার আলোক আশার ;—
যদিও নীরব, স্তব্ধ, গভীর সে ঠাঁই।
অসীম তুচ্ছতাময় সেই পারাবার
হোক্ তবু নাই আর কোন খেদ নাই।
হয়ত মিলেছে তবে কিছু অতিরিক্ত,
বাসা-ছাড়া পাখী তাই খেয়ে খেয়ে তৃপ্ত
চির নব পরিচয়। আর কিবা চাই।

তাই সারা জগতের প্রতি তনুকে
তাঁহারি প্রতিমা ভাঁতি দিয়েছে পরশ,
তাই সারা জগতের প্রতি অণুকে
তাঁর-ই সুধা পারাবার করেছে সরস।
শুভ্র জীবনে তার সেই চির মুক্তি
তারকার বাণী তারে কানে দিল যুক্তি,—
'সেখানেই সংগোপন প্রাণের হরষ।'

কিষণপুর আশ্রমে শিবপ্রতিষ্ঠা *

শ্রীরণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

মা সেই দিনই দেরাতুন হইতে প্রস্থান করিলেন, আমিও মুসুরীর দিকে রওনা হইলাম। পরে ভবানী পিত্রালয় হইতে পৌঁছিলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহাকে নির্ম্মাণরত মন্দির দেখাইয়াছিলাম।

এইবার কর্ম্মসূত্রে মা বারবার আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩শে নভেম্বর সরকারী কাজে আমি বিমানযোগে দিল্লী যাই। সেদিন রবিবার, দ্বিপ্রহরে দিল্লীর উপকণ্ঠে 'কৈলাসে' শ্বশুরালয়ে আহারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে পৌঁছিয়াই শুনিলাম মা চন্দ্রলোক আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, পরদিনই ভোরে চলিয়া যাইবেন। তৎক্ষণাৎ আশ্রমে গমন করিলাম। ইতিপূর্ব্বে নবনির্ম্মিত নামব্রহ্ম মন্দির দেখি নাই, যদিও ধীরেনবাবুর সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মাকে প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, শিবরাত্রিতে দেরাতুনে যেতে পারবে তো, অনেক কাজ আছে, অন্ততঃ চার দিন আগে যাওয়া দরকার।" আমি বলিলাম, "মা, আমি সব ব্যবস্থা করে নিয়ে ঠিক সময়েই হাজির হব।"

কিন্তু আসলে কলিকাতা হইতে পরে যাত্রা করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

---

* গত নভেম্বর সংখ্যা আনন্দবার্ত্তায় "কিষণপুর আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠার" প্রথম অংশ ছাপা হইয়াছে। উহার মধ্যে ছাপার ভুলবশতঃ "গঙ্গেশ্বর" স্থলে "গোপেশ্বর" ছাপা হইয়াছে। আমরা সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত।

—কার্য্যকারী সম্পাদক।

অতঃপর মার দর্শন পাই এই বৎসর ফেব্রুয়ারী ১৬ই তারিখে আগরপাড়া আশ্রমে। সেদিন নিভৃতে দেরাদুনের কর্ম্মসংক্রান্ত অনেক কথা হইয়াছিল, ভবানী ও কুসুমভাই উপস্থিত ছিলেন। ভবানী কহিল "মা, কুসুমভাইকেও সঙ্গে দেরাদুনে নিলে কেমন হয়? মা বলিলেন "বেশতো, বাবার কাজের অনেক সুবিধে হবে, কুসুম পূজোর কাজ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে।" এই বলিয়া আমাকে কুসুমভাইয়ের নিকট হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র দেখিয়া লইতে বলিলেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে সামনে যে মস্ত কাজ এগিয়ে আসিতেছে, সেটি সহজ নয়, বরঞ্চ বেশ কঠিনই হইতে পারে। উহার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়াই উচিত।

তখন শরীর ভাল যাইতেছিল না, তার উপর কর্ম্মের চাপ খুবই ছিল। দেরাদুনে যাইবার পূর্ব্বে গয়াধামে গিয়া ১১ই মাঘ প্রতিপদ তিথিতে স্বর্গীয় পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলাম। এই সময় শরীর আরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

তাই মনে করিয়াছিলাম দু'একদিন আগে যাত্রা করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কিছু বিশ্রাম করিয়া লইব, কিন্তু বাজেট সংক্রান্ত বিশেষ কাজের ভীড়ে কলিকাতা হইতে শেষ মুহূর্ত্তে প্রস্থান করিতে হইল। ভবানীরা আগেই ট্রেনে সোজা দেরাদুনে রওনা হইয়া গিয়াছিল।

পরে শুনিয়াছিলাম ভবানী দেরাদুনে উপস্থিত হইয়া মন্দির দুইটি দেখিবামাত্রই মাকে বলিয়াছিল "মা, এইতো সেই মন্দির, আমি স্বপ্নে এই রকমই দেখেছিলাম, কিন্তু কই তৃতীয় মন্দির তো দেখছি না?" তখন পরমানন্দজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন "একটু দূরেই তোমার গোলাই গোলাই ছোট আর একটি মন্দিরও হয়েছে।" বলিয়া স্বামীজী ভবানীকে কল্যাণবনে নিয়া গেলেন। কল্যাণবনের নব-নির্ম্মিত মন্দিরটিও হুবহুভাবে ভবানীর স্বপ্নের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল।

আমি ৩রা মার্চ্চ সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রেই বিমানযোগে নাগপুর হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিবস সকালে দিল্লী হইতে মোটর সংযোগে

দেরাতুনে পৌঁছিতে বেশ বেলা হইয়া গিয়াছিল। সারাদিন সংযম করিয়াই আছি, মার নিকট গিয়া প্রণাম করিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদ্বারে স্নান হয়ে গেছে কি ?" আমি বলিলাম "না মা, ভবানীকে লইতে আসিয়াছি, এখুনি যাচ্ছি।" মা বলিলেন "সন্ধ্যায় যে এখানে রামায়ণ গান আছে, কি করে শুনবে ?" আমি উত্তর করিলাম "গান শেষ হবার আগেই আমরা ফিরে আসার চেষ্টা করব।" মা কিন্তু কেবল হাসিলেন।

দেরাতুন হইতে হরিদ্বার নিতান্ত কম পথ নয়, সেখানে পৌঁছিয়া সব যোগাড় করিয়া স্নানে নামিতে প্রায় বিকাল সাড়ে পাঁচটা বাজিল। কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া উঠিতেই দেহের সমস্ত গ্লানি যেন নিমেষে দূর হইয়া গেল। শরীর চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল, মনে হইল দেহে যেন নূতন বল পাইলাম।

যখন দেরাতুনের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। মা বলিলেন "কি হল, গান শোনা তো হল না, কাল শুন, আরও তুই দিন হবে।" বাস্তবিকই পণ্ডিতজীর নিকট শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হিন্দী ভাষায় পর পর তুই দিন রামায়ণ গান অপূর্ব্ব লাগিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম মা পণ্ডিতজীকে হরিবাবার নিকট লইয়া যাইবেন।

পরদিবস ৫ই মার্চ্চ, শুভকর্ম্মের আরম্ভ। বারাণসী হইতে বাটুদা আসিতেছেন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রূপে। স্নানাদি সারিয়া কলিকাতা হইতে যে গরদের জোড় সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাই পড়িয়া সাড়ে আটটায় আশ্রমে পৌঁছিয়া শুনিলাম বাটুদা তখনও আসেন নাই, কাজ আরম্ভ হইতে কিছু দেরী হইতে পারে।

মা বুঝি অপেক্ষা করিয়াই ছিলেন, যাইতেই আমায় ডাকিয়া লইলেন। তারপর নিজের অঙ্গে যে বেনারসী জোড় পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া আমাকে পরিতে দিলেন। প্রণাম করিয়া সেই পবিত্র পট্টবস্ত্র লইয়া আসিলাম। সেই বস্ত্র পরিয়া তিন দিনই পূজাদি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অনভ্যস্ত কঠিন শাস্ত্রীয় কার্য্যাবলি একে একে করিয়া গিয়াছি, কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া দুই সপ্তাহ পরে পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলাম, তখনও পট্টবস্ত্রে স্বর্গীয় সুগন্ধ ভুরভুর করিতেছিল। কিন্তু উপনয়নে মাত্র একদিন আচার্য্যের কর্ত্তব্য করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বাটুদার পৌঁছিতে বিলম্ব দেখিয়া মা সকলকে লইয়া কল্যাণবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে বসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু কিছু ব্যক্ত করিলেন, এবং আমায় বাকীটা হিন্দীতে বলিতে আদেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। ততক্ষণে বাটুদা আসিয়া পড়িয়াছেন। কিষণপুরে ফিরিয়া কাজ আরম্ভ করিতে সাড়ে দশটা বাজিল। প্রথম দিনের কাজ বেলা চারটে পর্য্যন্ত চলিল। বাটুদা নিখুঁত ভাবে কাজ করান, তাড়াহুড়া করেন না, বা কাউকে ফাঁকি দিতেও দেন না।

সাতটি শিব বসিবেন কিষণপুর আশ্রমে ভোলানাথের মন্দিরে, আর একটি রহিবেন কল্যাণবনে। অন্য সাতজন শিবস্থাপনাকারীর প্রতিভূস্বরূপে কাজের ভার লইলেন আশ্রমবাসী বিভিন্ন ব্রহ্মচারী। গঙ্গেশ্বরজীর প্রতিষ্ঠাকল্পে আমিই রহিয়া গেলাম, পাশে কুসুমভাই। কিষণপুর আশ্রম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ভোলানাথের নিমিত্ত আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ অনুসারে যোগেশদাদা প্রধান ঋত্বিক নিযুক্ত হইলেন।

এই স্থলে মন্দিরের কিছু বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। অষ্টকোণ বেদীর উপর ছয় দিকে ছয় শিব থাকিবেন, মধ্যস্থলে রহিবেন বৃহত্তম বাণলিঙ্গ ভোলানাথ। আর কল্যাণবনে একটি মাত্র শিবই থাকিবেন। নিম্নে নাম ও প্রতিষ্ঠাতার নাম দেওয়া হইল :—

ভোলানাথের মন্দিরে

ভোলানাথ	প্রতিষ্ঠাতা	শ্রীমার আশ্রম হইতে
কাশীশ্বর	”	লছমী দিদি (শ্রীমতী তন্ধা)
কল্যাণেশ্বর	”	শ্রীযুক্ত নলিনী ব্রহ্ম
গঙ্গেশ্বর	”	আমরা

কীর্ত্তীশ্বর	প্রতিষ্ঠাতা	শ্রীরামেশ্বর সহায়
মামুলেশ্বর	,,	সেবাদি
শান্তীশ্বর	,,	ভুঙ্গার জমিদার শ্রীশেরসিংহের দৌহিত্র
মহেশ্বর	,,	৺শচীকান্ত ঘোষ ও মনোরমা দেবীর স্মৃতিকল্পে।

পাশাপাশি যুগল মন্দির-চূড়া নীলাভ্র ভেদ করিয়া গগনে উঠিয়াছে। মন্দিরের মেঝে, দেয়ালের ভিতর বা বাহিরে, চতুর্দ্দিকের পার্শ্বভূমি সমস্তই মার্ব্বেল প্রস্তর কর্ত্তৃক আবৃত। ভোলানাথের মন্দির সংলগ্ন ভাণ্ডার ও অন্ন ভোগের জন্য রন্ধনশালা আছে। মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণ কলস। মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যজ্ঞকুণ্ড হইবে বলিয়া ইষ্টক পর্য্যন্ত বাঁধান হইয়াছে, পরে টালি লাগান হইবে। প্রাঙ্গণের উপর গ্রীষ্ম ও হিমের প্রকোপ লাঘব করিবার নিমিত্ত চন্দ্রাতপ টাঙাইবার উদ্দেশ্যে মন্দির ও আশ্রমের গাত্র হইতে শিকল ঝুলিতেছে। যুগ্ম মন্দির দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। আমাদের সাধ্যই ছিল না যে নিজের সামর্থ্যে এইরূপ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করি।

প্রথম দিনের কাজ কিছুটা অগ্রসর হইবার পর মা কুসুমভাইকে অন্যত্র কাজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিনের শেষে বাটুদা আমাদের সাবধান করিয়া দিলেন যে কাল ঢের বেশী অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ প্রথম দিন তাঁহার বিলম্বে কাজ কিছুটা বাকি রহিয়া গিয়াছে।

পরদিন ৬ই মার্চ্চ, সকাল সাড়ে আটটায় কাজ আরম্ভ হইল। সেদিনকার অত্যধিক কার্য্যভার একটির পর একটি বাটুদা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলেন। আমাদের বিশ্রাম লইবার অবকাশ ছিল না।

মহাযজ্ঞের মহাহোম হইবে। বাটুদা নিপুণ হস্তে স্থণ্ডিল রচনা করিয়া লইলেন। শাস্ত্রীয় পুস্তকে অরণি কাষ্ঠদ্বারা যজ্ঞাগ্নি করার বিষয় কেবল পাঠই করিয়াছিলাম, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কান্যকুব্জাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা

বোধ করি এই বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু আমার হস্তে যখন ক্ষণমাত্রের জন্য অরণি কাষ্ঠ মন্থন করিবার ভার পড়িল, তখন মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। ক্লান্তি-গ্লানি সব ভুলিয়া পূর্ণ উদ্যমে মন্থনে প্রয়াস পাইলাম, পাশেই নারায়ণ স্বামীজী দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছেন। মা স্বয়ং সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন এবং চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ উৎকণ্ঠার সহিত চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন অগ্নিদেব প্রকাশ হয়েন। সকলের নিয়োজিত যুক্ত শক্তিতে সহসা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল, তখন মার অনুমতি লইয়া বাটুদা নিশ্চিন্তমনে হোমের ক্রিয়াকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সারাদিন হোম চলিল। দিনের শেষ ক্রিয়া মহাস্নানাভিষেক। প্রত্যেকে নিজ নিজ শিব লইয়া নানাবিধ শাস্ত্রীয় মতে স্নান করাইয়া পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া দিলেন। অতঃপর আটটি শিব লইয়া ধূমধাম করিয়া মহা আড়ম্বরে নগর পরিক্রমা করা হইল। নির্দ্দেশ অনুযায়ী সময়মত পাল্কী আসিতে পারে নাই বলিয়া মা নিজেই যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই নানা বর্ণের বস্ত্রাদি আভরণ দ্বারা আশ্রমে পাল্কী সজ্জিত করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কয়দিন ধরিয়াই দুই ভাই জ্যোতি ও মানা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণপণে শ্রমদান করিয়া যাইতেছিল, সেইদিন বিশেষভাবে দুই জনই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিল। পৌর প্রতিষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল এবং পুলিস ব্যাণ্ডও আসিয়াছিল। কিষণপুর হইতে কল্যাণবন অবধি রাজপুর রোডে ৮টি বাণলিঙ্গ সমবেত ভক্তের স্কন্ধে চড়িয়া শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোলে সংকীর্ত্তন সহকারে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া ভ্রমণ শেষ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, পরে গোধুলি-লগ্নে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যারতির পর বাণলিঙ্গগণ খাটে শয়ান রহিলেন সারারাত্রি, পরদিনের অপেক্ষায়।

গঙ্গেশ্বরের সহিত আমাদের প্রায় ৫ বৎসর ব্যাপী যোগ রহিয়াছে, এবং সঙ্গে কলিকাতা হইতে পূজারী ব্রাহ্মণকেও আনা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য শিব প্রতিষ্ঠাতাদিগের সহিত তাঁহাদের বাণলিঙ্গের পরিচয় অতি সংক্ষেপ। আটটি শিবের মধ্যে মামুলেশ্বর ও মহেশ্বর পিঙ্গলবর্ণ। আর ভোলানাথ এতই বৃহদাকার যে তাঁহাকে চিনিতে কোনও কষ্টই হয় না। কিন্তু বাকি কাহারও কাহারও পক্ষে

স্নানের সময় নিজ নিজ শিব চিনিয়া লইতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসের কাজ শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মার কৃপায় এমন কিছু ক্লেশের উদয় হয় নাই।

পরদিন ৭ই মার্চ্চ শনিবার, শিবরাত্রির পুণ্যতিথি। সকাল নয়টায় কাজ আরম্ভ হইয়া সাড়ে দশটার সময় শুভ মুহূর্ত্তে শিব মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরীপীঠের উপরে স্থাপিত হইবেন। মা নিজেই কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া, ক্ষণে ক্ষণে সময় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—দুই স্থানে শিব-স্থাপনা, যাহাতে মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হয়। যেমনি কিষণপুরে সাতটি শিব নিজ নিজ স্থানে বেদীর উপর বসিলেন, তেমনি মা যোগেশদাদাকে লইয়া কল্যাণবনে গেলেন। সেখানে অষ্টম শিব কল্যাণবনের মন্দিরে কমলদাকে দিয়া স্থাপনা করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বৃন্দাবন আশ্রমে মন্দির নির্ম্মাণে যে নিপুণ কারিগর নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই সুদক্ষ হস্তে ভোলানাথ আদি অষ্ট বাণলিঙ্গ পঞ্চরত্ন মিশ্রিত দ্রব্যাদি সম্ভারে গৌরীপীঠের উপর সুদৃঢ় ভাবে গাঁথিয়া দিল।

অতঃপর যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দান হইবে। সারারাত্রিই যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। হোমের সংখ্যা অধিক বলিয়া আশ্রমস্থ অন্যান্য ব্রহ্মচারী অতিরিক্ত ঋত্বিকরূপে নিয়োজিত হইয়াছেন। তথাপি আহুতির যেন শেষ নাই। দিদিমা, মা, দিদি সকলেই নিকটে বসিয়া দেখিতেছেন। বিরাট জনতার সম্মুখে হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল।

অতঃপর মন্দিরের ভিতর যোগেশদাদা সর্ব্বপ্রথম ভোলানাথের পূজা করিয়া অন্য সকলকে পূজার অধিকারী করিলেন। অবশেষে কুসুমভাই বিশেষ নিষ্ঠাসহকারে সাতটি শিবলিঙ্গই স্নান করাইয়া আরতি করিয়া পূজা সাঙ্গ করিলেন।

ভবানীর বড় ইচ্ছা ছিল যে এইদিনেই মাতৃ-মন্দিরের উদ্বোধন কার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়। কৃপাময়ী মা নিজের মন্দিরে ক্রোড়ে ছোট একটি বাণলিঙ্গ লইয়া বসিলেন, আর কুসুমভাইয়ের নির্দ্দেশানুসারে আমি আগে মার পূজা করিয়া পরে

বটুক ও কুমারী পূজা সমাপন করিলাম। অতঃপর ভবানী সধবা পূজা সমাধা করিল।

ততক্ষণে ভীড় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। মা স্বয়ং ভোলানাথের নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া অপরূপ শিবনাম ধরিলেন। সঙ্গে শত শত কণ্ঠের দোহার পড়িল। মনে হইল যেন সম্মিলিত ভক্তের আকুল আহ্বানে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং মাতৃ-সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেমন জগন্মাতার আবাহনে মহাকাল-ভৈরবের আবির্ভাব হয়। নামকীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীনলিনী ব্রহ্ম মহাশয় মার আদেশানুক্রমে শিবমহিমার কথা হিন্দী ভাষায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। সকলে ধ্যান করিতে লাগিল ঃ—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

যিনি সদাপ্রসন্নবদন, যিনি নিখিলের ভয়হরণ করেন, যিনি আশুতোষ অর্থাৎ অতি অল্প পূজাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই সেদিন আমাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সেই রাত্রিতেই শিবরাত্রি মহাব্রত। আশ্রমের বিস্তীর্ণ হলে বিশেষ বিশেষ পূজার আয়োজন হইয়াছে, কেউ এক প্রহরে, কেউ বা দুই প্রহরে, কেউ তিন প্রহরেই, কেহ কেহ চার প্রহরেও পূজা করিবেন। ভবানীর কথা ছিল সারারাত্রি ধরিয়া শিবরাত্রি-ব্রত উদযাপন করিবে।

কিন্তু আশ্রম হইতে বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে পুত্রের তীব্র ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হইয়াছে ও নিঃশ্বাসের কষ্ট হইতেছে। কাজেই ভবানীর সারারাত্রি পূজা আর হইল না। আমাকেই আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া এক প্রহরে পূজা করিয়া শিবরাত্রি ব্রত সমাপন করিতে হইল। আমার আশ্রমে পৌঁছিতে

বিলম্ব হইলেও তখনও প্রথম পূজা আরম্ভ হয় নাই, হইবার উপক্রম হইতেছে। মা যেন অপেক্ষা করিয়াই ছিলেন, আমি উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই কুসুমভাইকে পূজা আরম্ভ করিয়া দিতে নির্দ্দেশ করিলেন। আমি বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলে ভবানী ক্ষণকালের নিমিত্ত সংক্ষেপে পূজা করিবার নিমিত্ত আশ্রমে যাইতে পারিয়াছিল।

পরদিন রবিবার ৮ই মার্চ্চ। সকালে স্নানাদি সারিবার পূর্ব্বেই দেখি মোটরযোগে করুণাময়ী মা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত। গৃহস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করেন না বলিয়া বাহিরে টুলের উপর দাঁড়াইয়া জানালার ভিতর দিয়া অজয়কে ডাকিয়া মিষ্ট হাস্যে সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

সেদিন আশ্রমে সাধু ও ব্রাহ্মণের ভাণ্ডারা হইবে। বিনা দক্ষিণান্তে কোনও শুভকর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হয় না। অতএব মার আদেশে স্বামীজির নিকট সংগ্রহ করিয়া ভোজনান্তে আমি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসদিগকে দক্ষিণা দান করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কল্যাণবনে যাইয়া মাতৃবাণী শুনিবার কিছু অবকাশ পাইয়াছিলাম। তখন অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন, অতটা ভীড় ছিল না। মা কল্যাণবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে আমরা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, সেটি বিশিষ্ট স্থান। মার পদপ্রান্তেই আমি বসিয়াছিলাম। সেই স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া মা বলিলেন যে ঐ জায়গাটিতেই সিরমুর রাজমাতা একদা মার সম্মুখে গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন, তারপর হইতে ওই স্থানে আসিলেই রাজমাতার মনে বিশেষ ভাবের উদয় হইত।

পরদিন সোমবার ৯ই মার্চ্চ। সেইদিনই মা দেরাদুন ত্যাগ করিয়া যাইবেন। দ্বিপ্রহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের নিমন্ত্রণ ছিল আশ্রমে, তন্মধ্যে বহু রাজা-রাজড়াও ছিলেন।

সকালে আমার এক মুসলমান বন্ধুকে মার দর্শন করাইতে আশ্রমে লইয়া

গিয়াছিলাম। বন্ধুটি প্রৌঢ় বয়স্ক এবং ধার্ম্মিক। অনেকদিন হইতে মাকে দেখিবার বাসনা তাঁহার প্রবল হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বন্ধুবর আমাকে একটি গল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের কোনও ফকির জাতীয় পূর্ব্বপুরুষ এক কান্যকুব্জাগত সন্ন্যাসীর সাহায্যে হরিদ্বারের সন্নিকটে পাহাড়ের উপর এক সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা হিন্দু মুসলমানে কোনও প্রভেদ করেন নাই।

বন্ধুবরকে লইয়া যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম, মা তখন ভোলানাথের মন্দিরের ভিতরে ছিলেন। বাহিরে আসিলে আমি মার নিকট বন্ধুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। মা তাঁহার সহিত হিন্দীতে মৃদুস্বরে দু-চারটি কথা বলিলেন। পরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেমন লাগিল? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পর হইতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন ঢিব ঢিব করিতেছিল, মনে মনে মাকে যা প্রশ্ন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, মা তাঁহার নিকট আসিয়া সেই কথারই জবাব দিয়াছিলেন।

সেদিন ভোজন সমাধা হইলে প্রায় সাড়ে তিনটায় মা মোটরযোগে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন, আমরাও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিবস ১০ই মার্চ্চের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

পুত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকাতে এবং মুসলমান বন্ধুর পীড়াপীড়িতে কলিকাতায় ফিরিবার আগে আমি রাজি হইয়াছিলাম যে তাঁহার জঙ্গলের মধ্যে অনতিদূরে বিশ্রাম বাটিতে এক রাত কাটাইব। ১০ই মার্চ্চ সকালে ভবানী ও পুত্রকে বাদ দিয়া আর সবাই মোটরে করিয়া ৫-৬ মাইল দূরে বন্ধুর সকাশে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের উপর বাড়ী, নীচে পার্ব্বত্য নদী মুসুরী পাহাড় হইতে বাহির হইয়া খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে গভীর বন।

আমি পূর্ব্বেও এক বার ঐ স্থানে আসিয়াছিলাম, তাই নীচে নদীতীরে অবতরণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দলের অন্যান্য সকলকে

উপরে রাখিয়া বন্ধুবর ও তাঁহার একটি অনুচর সমভিব্যাহারে নদীর পানে চলিলাম, উদ্দেশ্য ছিল নীচে ঝরণা হইতে শীতল ও সুস্বাদু জল পান করিব। নদীর ধার দিয়া আমি আগে আগে চলিয়াছি, পিছনে বন্দুক হস্তে অনুচর, পশ্চাতে বন্ধুবর মন্থরগতিতে আসিতেছেন। ঝরণার একটু আগে আসিতেই আমার পা দুইটি যেন আপনা আপনিই নিশ্চল হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে, বিশেষ করিয়া পাহাড়ের উপরদিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে দেখিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে অনুচরটি বলিল "বাবুজী, আপ জিস তরফ দেখতে হ্যাঁয়, উহাঁ এক হিন্দুকা মন্দর হয়, ক্যা আপ দেখনা চাহতে হাঁায় ?" বলাই বাহুল্য অনুচরটিও মুসলমান, এবং বন্ধুর নিকট তিন বৎসরের অধিক আছে, কিন্তু এ কথার বিন্দুবিসর্গও আজ অবধি তিনি জানিতেন না। সাবধানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, যে পাকদণ্ডী বহুদিন ব্যবহার না হওয়াতে ঘন জঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনতিদূরে বোধ করি ৪ ফুট চওড়া, ৮ ফুট লম্বা, ৩ ফুট উচ্চ একটি গুহার মুখ দেখা যাইতেছে, ভিতরে দু একটি মূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

নির্দ্দেশ করিলাম যেন পাকদণ্ডীর জঙ্গল সাফ করিয়া দেওয়া হয়, কাল ভোরে আসিয়া শিবপূজা করিব। কি মনে করিয়া সুটকেসে পূজার আসন ও কোশাকুশি আনিয়াছিলাম। উপরে উঠিয়া অন্যদের কিছুই বলিলাম না, তাঁহারা দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সারা সন্ধ্যায় এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বন্ধুবর প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমার সহিত এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন ১১ই মার্চ্চ ভোরে উঠিয়া হিন্দু গোয়ালা কর্ত্তৃক আনীত এক ঘটি দুগ্ধ সঙ্গে লইলাম। বাগানে বাহির হইতেই সামনের গাছে একটি মাত্র বৃহদাকার অসামান্য গোলাপ নজরে পড়িল, উহার বর্ণ সাদা এবং লাল মিশান। পূজা উপলক্ষে সেটি তুলিয়া লইয়া নদীর ধারে গুহার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে বন্ধুবর ও তাঁহার অনুচরটি বহু অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

পরে শুনিলাম যে নিকটবর্ত্তী গ্রামে কিম্বদন্তী আছে যে বহুকাল পূর্ব্বে কেন এক মহাত্মা সাধুপুরুষ ঐ গুহায় সাধনা করিতেন, নদীতে স্নান করিয়া ঝরণার জল পান করিতেন, আর লোকে যা আনিয়া দিত তাহাই ভোজন করিতেন।

সেইদিনই দেরাদুন ফিরিয়া সকলকে লইয়া ট্রেণযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ততক্ষণে পুত্র ট্রেণে ভ্রমণের উপযোগী হইয়াছে, তার উপর সঙ্গে ডাক্তারও ছিলেন।

জীবনের এক পর্ব্ব এইখানে শেষ হইল।

দেরাদুনের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এরই মধ্যে অতীত স্মৃতির মধ্যে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এখনও প্রত্যেক ঘটনাগুলি জ্বলন্তভাবে অনুভব করিতে পারি। দেরাদুনে যাহা পাইয়াছি তাহা ভুলিবার নহে, চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিজেদের যোগ্যতা ছিল না, দৈব নির্দ্দেশে যদি মন্দির প্রতিষ্ঠার পুণ্য কর্ম্মের কিছুটা অংশের অধিকার পাইয়া থাকি, তাহা হইলে সেই জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিব।

হিমালয় ও শিবলিঙ্গ-পর্ব্বতমালার মধ্যস্থলে বিস্তৃত দূন উপত্যকা মহাদেবের লীলাভূমি। হরিদ্বার বা হরদ্বার দিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবী পুণ্যভূমির পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। পর্ব্বতের প্রতি গহ্বরে গহ্বরে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এই পবিত্র ক্ষেত্রে কিষণপুর আশ্রমস্থিত শিবমন্দিরে মায়ের অসীম কৃপায় যেন দেবাদিদেব আশুতোষ ভক্তের হৃদয়ে চিরজাগ্রত হইয়া বিরাজ করেন।

ওঁ নমো গঙ্গেশ্বরায় শিবায় নমঃ।

জয় মা॥

মা

গোপাল

স্নেহ-বিগলিত মাতৃ-করুণা
উছলি হাসির ঝলকে,
হরে নিল যত শোক, তাপ, ভয়,
হরে নিল যত ছিল সংশয়,
হরে নিল যত আছিল বেদনা,
হৃদয় ভরিয়া পুলকে।

আনন্দময়ী আনন্দ-লহরী
স্পন্দিত করি প্রাণ,
শান্ত করিল অধীর বাসনা,
শান্ত করিল অসহ কামনা,
অযাচিত কৃপা করুণা বিতরি,
নখ কোণে দিল স্থান।

কেমনে জানি না কিছু না বুঝিতে
চেতনা হারায়ে গেল।
মনে হল নাই রবি, শশী, তারা,
মনে হল নাই জন্ম, মৃত্যু, জরা,
মনের গোপনে অজানা জ্যোতিতে,
আঁধার হইল আলো।

উজাড় করিয়া যা কিছু আমার
চরণের তলে সঁপেছি,
খুলিয়া দিয়াছি হৃদয়-দুয়ার,
গোপন কিছুই রাখি নিকো আর,
চিরদিন তরে সেবক হবার,
ভিক্ষা চাহিয়া নিয়াছি ॥

"ধর্ম্মের দিকে ত মন দিতেই হবে। ধর্ম্মেতে প্রাণের প্রাণ আত্মা যাহা নিত্য সত্য ধরে আছে। সেই নিজকে জানতে হবেই যে।"

"মা"

পুরাতন স্মৃতি

শ্রীনারায়ণানন্দ তীর্থ

(৬)

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম প্রথম দেখে মানুষের মনে যে কি রকম ব্যাকুলতা হয় তাঁর জন্যে, তা যাঁরা মাকে দেখেন নি তাঁদের ভাষায় বোঝান অসম্ভব। কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে থাকবেন। মাকে কাশীতে অল্প সময়ের জন্যে দেখার পর অনেক দিন আর তাঁর দর্শন না পাওয়ায়, মার জন্যে মনটা বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কর্ম্মস্থান থেকে তিন মাসের দীর্ঘ বিদায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম মায়ের কাছে ঢাকায়। সেটা হ'বে বোধ হয় ইং ১৯৩০ কি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শ্রীশ্রীশারদীয় দুর্গা পূজোর কিছু পূর্ব্বে। অনেক দিন পর মাকে পেয়ে দিনগুলো বেশ একটানা আনন্দেই কেটে যাচ্ছিলো। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রায় সব সময়ই পড়ে থাকতাম মায়ের কুটিরের বারান্দায়, তাই মাকে দেখতে পেতাম উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, বার্ত্তালাপে এবং সকল কাজের মাঝে। মার সঙ্গে কথা বলার বালাই বড় ছিল না, কারণ মার সঙ্গে সাধন, ভজন কি তত্ত্ব আলোচনা করার মত বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে ভগবান পাঠান নি তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবটাকে এই জগতে। তাই কেবলমাত্র মাকে দেখা আর তাঁর মুখের কথা শোনা ছাড়া আর কিছু বড় আশা করতাম না মার কাছ থেকে।

এক দিন বেলা প্রায় দশটার সময় মা তাঁর কুটির থেকে বেরিয়ে মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন। শরতের প্রখর রোদ দেখে পেছন থেকে মার মাথায় ছাতা ধরে সাথে সাথে চলেছেন মার পরম ভক্ত শ্রীজ্যোতিষ বাবু, আর আমরা কয়েকজন অনুসরণ করে যাচ্ছি তাঁদের। মা ঐ ভাবে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপনীত হ'লেন রমনা আশ্রম থেকে অল্প দূরে ৺ঈশ্বর ঘোষের বাগানে। সেই বাগানেই তখন টিনের ঘর তুলে বাস করছিলেন মার পিতা ও মাতা অর্থাৎ আমাদের

দাদামশায় ও দিদিমা। মা তাঁদের ঘরে একটু প্রবেশ করেই আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঐ বাগানের মাঝখানে ছিলো একটি বড় রকমের পুকুর আর তার চার ধারে ছিলো নানা প্রকারের ফলের গাছ।

মা পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আমরা সকলে চলেছি মার পিছু পিছু। কারো মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ মা পুকুরের দক্ষিণ দিকের পাড়ে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমরাও মাকে ঘিরে গিয়ে সব দাঁড়ালাম তাঁর চার দিকে। আর মার মাথায় ছাতা ধরে আছেন জ্যোতিষবাবু—আমারও একবার ইচ্ছা হ'লো তাঁর কাছ থেকে ছাতাটা নিয়ে আমিও মার মাথায় ছাতা ধরি। কিন্তু সাহস ক'রে তাঁর হাত থেকে ছাতা চাইতে পারলাম না।

সেই সময় পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের জলে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি লোক হাতে জল নিয়ে। অকস্মাৎ মা আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন "ঐ লোকটি জলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাতে জল লইয়া কি করতে আছে?"

আমি। "মা, আজকাল পিতৃপক্ষ কি না, তাই ঐ লোকটি জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে জল নিয়ে তর্পণ করছেন।"

মা তর্পণ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি আমার সাধ্যমত তা সবিস্তার বর্ণনা করলাম।

মা আমাকে বললেন, "তুমি তর্পণ কর না?"

আমি। "হাঁ মা, আমি প্রত্যহ তর্পণ সন্ধ্যার ন্যায় করে থাকি বলে আর পিতৃপক্ষীয় পৃথক্ তর্পণ করি না।"

মা। "তর্পণ করবার কোন নির্দ্ধারিত সময় আছে নাকি?"

আমি। যাঁরা প্রত্যহ তর্পণ করেন তাঁরা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় তর্পণ করেন। আবার কেউ কেউ যাঁ'রা স্নানাঙ্গ তর্পণ করেন তাঁরা স্নানের পর তর্পণ করে থাকেন। যাঁ'রা পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধের অনুকল্পে তর্পণ করেন তাঁরা মধ্যাহ্ন সময়ে তর্পণ করেন।"

মা। এখন বেলা কয়টা?

আমি। "অনুমান হয় বেলা এখন এগরোটা হ'বে "

মা। "কাইল হইতে সকালে যখন অন্নপূর্ণার মঙ্গল আরতি হইব তখন থাইকা তুমি বেলা এই এগারটা পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার মন্দিরের নীচের কোন একটা গুহায় বইসা জপ কইরো।"

শ্রীশ্রীমার আদেশানুসারে তার পরদিন থেকেই সকাল প্রায় পাঁচটা হ'তে শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণার মন্দিরের নীচে ঈশান কোণের গুহায় বসে বেলা অনুমান এগারোটা পর্য্যন্ত জপ করতে লাগলুম। তর্পণের কথার ভূমিকা করে আমাকে জপে বসাবার যে কি তাৎপর্য্য থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য হ'লো না, তথাপি মার আদেশ প্রতিপালন করতে চেষ্টা করতে লাগলুম। গুহায় এত মশা যে স্থির হ'য়ে বসে জপ করা কঠিন। তবুও মার নির্দ্দেশ মতই জপ করে যাচ্ছি। কয়েকদিন মশকের দংশনের ফলে আমার সমস্ত গায়ে, হাতে, মুখে লাল লাল সব গোটা উঠে গেলো। কেউ কেউ বলতে লাগলেন মায়ের দয়া হ'য়েছে অর্থাৎ বসন্ত উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে ও সব কিন্তু কিছুই নয়, ওগুলো হ'লো মশার কামড়েরই অনিবার্য্য পরিণাম। এক দিন জননীর শুভদৃষ্টি পড়লো আমার দিকে। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তোমার মুখে, গায়ে, হাতে এই সব কি উঠছে? আমি উত্তর দিলুম, "মা, ঐ গুহায় ভয়ানক মশা, ওখানে বসার দরুণ মশায় ভীষণ কামড়েছে, যার জন্য এই সব—আর কিছু নয় কিন্তু।"

মা। কাইল থাইকা ঐ গুহায় না বইসা, ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরে উঠবার সিঁড়ির নীচে যে বড় গুহা আছে সেইখানে বইসা জপ কইরো।

তার পরদিন স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে মার নির্দ্দেশ অনুসারে অন্নপূর্ণার মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির নীচের অপেক্ষাকৃত বড় গুহায় বসে জপ আরম্ভ করলাম। এই গুহাটার দরজায় কপাট ছিলো না; বাঁশের চটা দিয়ে তৈরী ঝাঁপের কপাট। জপে বসবার সময় ঐ ঝাঁপের কপাটটা ভেজিয়ে দিয়েই গুহায় বসেছি। গুহাটা বোধ হয় কেউ পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করে নি, তাই ওর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো যত সব বেঙের দল। তা আমার জানা ছিল না। আমি যথা সময়ে

গিয়ে আসনে বসে জপ করছিলাম। কিছু সময় যেতে না যেতে যেমন কামড়াতে-লাগলো মশায়, তেমনি আবার বেঙগুলো এসে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো আমার গায়ের ওপর। সে কি একটা দুটো বেঙ, একেবারে গণ্ডায় গণ্ডায়। তাহা ছাড়া গুহার দরজাটা বন্ধ ছিল বলে ভেতরে গরমও ছিল অত্যধিক। প্রথম গুহায় তো কেবল মশার দৌরাত্ম্যই ছিল, এখানে একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যোগ, যেমন মশার উৎপাত, তেমন বেঙের আক্রমণ, তদুপরি অসহ্য গরম। মা আমার জন্যে সুব্যবস্থা করলে কি হবে? আমার কপাল তো আর তেমন নয় যে সুবিধা ভোগ করব। জপ থেকে উঠে দরজাটাও খুলে দিতে পারছি না, কারণ তা হ'লে মার আদেশ রক্ষা করা হয় না। মা বলেছেন অন্নপূর্ণার মঙ্গল আরতির সময় থেকে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত বসে জপ করতে—এর মধ্যে যদি আসন ছেড়ে উঠি তা হ'লে মার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

এদিকে মা যে তাঁর কুটীরের বারান্দায় ব'সে ভক্তদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করছিলেন সে সবই আমার কানে বেশ আসছিল। আর এদিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত তার খবর রাখে কে? মায়ের ওপর রাগও হচ্ছিল খুব আর অভিমানও গিয়ে উঠছিল চরম সীমায়। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন কে যেন এসে আমার গুহার ঝাঁপের দরজাটা খুলে দিয়ে গেল। ফলে গুহায় শীতল বাতাস প্রবেশ করায় আমি নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। মা নিশ্চয়ই কাকেও এই গুহার দরজাটা খুলে দিতে বলে থাকবেন, কারণ মা ছাড়া আর কেউই জানত না যে ঐ দিন আমি ঐ গুহায় বসেছি। আর আমার যে ওখানে এমন ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল তাই বা অপরে কি করে জানবে? কিছুক্ষণ পর আবার একজন এসে আমাকে ডেকে বলে গেলেন, "মা, আপনাকে উঠতে বললেন, এগারোটা বেজে গেছে।" মা সব রকম কাজ কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা ও গভীর তত্ত্বালোচনার মধ্যেও যে আমাদের কথা খেয়ালে রাখেন এবং দুঃখ কষ্টের কথা জেনে তার প্রতিবিধান করে থাকেন তার নিদর্শন একটি পাওয়া গেল আজ এই ভাবে।

কক্সবাজারে উকিল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবার দুর্গাপূজার পর

মাকে কক্সবাজারে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। মা যেতে সম্মত হয়েছেন। ঠিক যাবার দিন শ্রীজ্যোতিষবাবু আমাকে জানালেন আমিও মায়ের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেয়েছি। আমি কখনও আশাই করি নি যে আমারও মায়ের সঙ্গে কক্সবাজার যাবার সৌভাগ্য হবে। এই সংবাদ পেয়ে মনে মনে জ্যোতিষবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। আমার মনে যে কি আনন্দ হয়েছিল তা আর কি বলব! আমাকে সঙ্গে নিতে আমি ত মাকে মুখ ফুটে কিছু বলি নি। ওখানে আমার অন্তরঙ্গ কেউ ছিলেনও না যিনি আমার জন্য কিছু বলিবেন। তবুও মা যে আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছেন এ তাঁর অযাচিত কৃপা বই আর কি?

মা রাত্রি দশটায় আশ্রম থেকে বেরুবেন সেই জন্য সকলে মাকে দর্শন করতে আশ্রমে এসেছেন। মা তাঁর কুটীরের বারান্দায় বসে সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। আমিও যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছি মায়ের কাছে।

সেখানে বসে থাকতে থাকতেই আমার ভীষণ শীত করে ও কাঁপিয়ে জ্বর এলো এবং ভয়ানক ভাবে মাথা ব্যথা করতে লাগলো। আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে এই কয়েক দিনের মশক-দংশনেরই ফল এই জ্বর। সেখানে বসে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো সেই জন্যে মায়ের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করে উঠতেই মা বললেন—"তোমার কপাল এমন গরম কেন্?" আমি বললুম, "মা, খুব শীত করে জ্বর এসেছে, আমি আর বসতে পাচ্ছি না, যাই শুই গিয়ে।" এই গুটি কতক কথা বলে উঠে দাঁড়াতেই জ্যোতিষবাবু বললেন, "যান এখন শুয়ে পড়ুন গিয়ে, মার যাবার সময় আপনাকে ডেকে তুলে নেওয়া হবে।" জ্যোতিষ-বাবুর এই কথা শুনেই মা আবার বললেন—"এত জ্বর লইয়া কি ও যাইতে পারবো?"

জ্যোতিষবাবু—"বেশ তো আজ গিয়ে আর কাজ নেই; জ্বর ছাড়লে ওঁকে পরে কক্সবাজার পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

মা—"এত শিগ্‌গির কি ওর জ্বর ছাড়বো?"

তখুনি আমি বুঝলাম এই জ্বরে হয়তো কিছুদিন আমাকে ভোগাবে। আমি মার কাছ থেকে উঠে গিয়ে বিছানা খুলে শুয়ে পড়লাম। মা কখন যে চলে গিয়েছিলেন তা আমি জানতেও পারলাম না জ্বরে ছিলাম আমি এমনই অচৈতন্য, যাবার সময় মা আমাকে দেখে গিয়েছিলেন কিনা তাও জানতে পারিনি।

মা চলে যাবার পর, দিন দিনই আমার জ্বর বৃদ্ধি হতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে পেটটাও হয়ে উঠলো খারাপ। দেবতাও সময় বুঝে বৃষ্টি আরম্ভ করে দিলেন একেবারে মুষলধারে। একদিন দুপুরবেলা জ্যোতিষবাবু আশ্রমে এসে দেখেন যেখানে আমি শুয়ে ছিলাম সেখানে ঘরের চাল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে আমার বিছানা সব ভিজে গিয়েছে। ঔষধ পথ্যেরও কিছু ব্যবস্থা নেই, তাই তিনি আমাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ঔষধ পথ্যের ও শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি সময় পেলেই নিজে আমার মাথা টিপে দিতেন এবং মার কত লীলা কথাই না শোনাতেন। এই সময়ই শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট জামাতা ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, এম, বি, মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি প্রত্যহ আমাকে দেখতে আসতেন এবং তাঁরই চিকিৎসায় প্রায় বার দিন পর আমার জ্বর বিরাম হলো। আমার এই অসুখের সময় জ্যোতিষবাবু ও হরেন্দ্রবাবু যা করেছেন তা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারবো না। তাঁদের নিকট এইজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। অন্ন পথ্য করেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম কাশীতে। মার কাছে আর কক্সবাজার যাওয়া হলো না। ভাগ্যে না থাকলে মাতৃ-সঙ্গের সুযোগ হ'লেও তা ঘটে ওঠে না।

কোন এক বাউল কবি গেয়েছিলেন—"শ্রীগুরু দয়াল হ'লে হবে কি, আমি যে ভাগ্যহীন—ভাগ্যহীন।"

কাশী ফিরে আসার পরও প্রায় গোটা তিনটি বছর ভুগলাম এই জ্বরে। কতই চিকিৎসা করালাম কিন্তু কিছুতেই ঐ জ্বর আর কমলো না। দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের ফলে পেটের লিভারটা গেলো খুব বেড়ে।

তিন বছর পর (অনুমান ১৯৩৩ কি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে) মা হঠাৎ একদিন মার শুভ জন্মোৎসবের পর বাবা ভোলানাথ আর জ্যোতিষবাবুকে নিয়ে ঢাকার আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে। কাশীর নির্ম্মলবাবুর কাছে জ্যোতিষবাবুর (তখন জ্যোতিষবাবুর নাম হয়েছে "ভাইজী") এক পোষ্টকার্ড এলো, তাতে লেখা ছিলো—মা নাকি আমাদের মঙ্গলের জন্যেই ঢাকা ছেড়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন এক নির্জ্জন স্থানে বাস করছেন অজ্ঞাত ভাবে। মার নিকট কাহাকেও যেতে নিষেধ করা হয়েছিলো ঐ চিঠিতে। মার নির্জ্জন বাসস্থানের কোন ঠিকানাও দেওয়া ছিলো না ঐ পত্রে। পোষ্টকার্ডের উপর যে পোষ্ট অফিসের সিল মোহর ছিলো তাহা আমাদের ভাগ্যের দোষে অস্পষ্ট, তাই অতি কষ্টে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) দ্বারা পড়ে দেখলাম লেখা ছিলো রায়পুর গ্রাণ্ট, দেরাহুন (Raipur Grant, Dehradun)। বুঝলাম মা দেরাহুন সহরের রায়পুর গ্রাণ্ট পোষ্ট অফিসের এলাকায় কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করছেন অজ্ঞাত ভাবে। আবার তিন বছর পর শ্রীশ্রীদুর্গা পূজোর ছুটিতে মার নিষেধ সত্বেও তাঁর এই অবাধ্য সন্তানটা বেড়িয়ে পড়লো মার সন্ধানে। জন্ম থেকেই কতগুলো জীব এমন সংস্কার নিয়ে আসে এই জগতে যাদের সহসা কেউই বাগে আনতে পারে না। এই অবাধ্য কোটির জীবদের মধ্যে আমিও ছিলাম অন্যতম। লোটা, কম্বল আর একখানা গামছা নিয়ে জয় মা বলে বেরিয়ে পড়লাম মার উদ্দেশ্যে কোন এক অজানা দেশে। ষষ্ঠীর দিন বেলা দশটায় যাবার সময় বৃদ্ধা পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে তুই বাড়ী ছেড়ে এই পূজোর মধ্যে কোথায় যাচ্ছিস ?" পিসিমাকে বললুম, "কোন চিন্তা করো না পিসিমা আমি কয়েক দিনের জন্যে একটু ঘুরে আসি পশ্চিম থেকে।" তার পরদিন বেলা অনুমান আটটায় গিয়ে পৌঁছুলুম হিমালয়ের পাদদেশে দেরাহুন ষ্টেশনে। এই অঞ্চলে আমার এই প্রথম আসা, কাজেই এখানকার কাহারও সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। দু'চার জনের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম এখানে কেউই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নামও জানে না। একটা টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম আমাকে রায়পুর নিয়ে যেতে, সে

যেতে রাজী হলো, তবে ভাড়া নেবে তিন টাকা। জানি না তো যে রায়পুর কত দূর, তাই তার কথা মত তিন টাকা ভাড়া দিতেই স্বীকার হলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি মাইল ষ্টোনে (Mile Stone) লেখা রাজপুর ছয় মাইল। গাড়োয়ানকে বললাম, ভাই তুমি তো আমাকে রাজপুর নিয়ে যাচ্ছো, আমি তো যাবো রায়পুরে। সে বোধ হয় শুনতে ভুল করেছিলো, সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে, একবার আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আবার আমাকে প্রশ্ন করলো "কোথায় যাবেন রাজপুরে না রায়পুরে ?" আমি সুস্পষ্ট করে বললাম, "রাজপুরে নয় আমি রা-য়-পু-রে যাবো।" সে অনেকটা দুর রাজপুরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো, আবার গাড়ী ঘুরিয়ে অন্য পথে রায়পুর চললো। রায়পুর হচ্ছে দেরাছুন সহরের পূর্ব্বদিকে একটি গ্রাম। টাঙ্গাওয়ালা আমাকে রায়পুর গ্রামে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেলো। যেখানে সে আমাকে নামিয়ে দিলো সেখানে ছুটি রাস্তা এসে মিলেছে। পথে আসতে আসতে এবং এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কোথায় থাকেন ? কেহই আমাকে আমাদের মায়ের খোঁজ দিতে পারলো না। মার কোন খোঁজ না পেয়ে আমারও ধৈর্য্য প্রায় শেষ হ'তে চলেছে—বেলাও প্রায় দশটা কি এগারোটা হবে। মনে মনে ভাবলাম যদি আর দশ পনের মিনিটের মধ্যে মার কোন খোঁজ খবর না পাই তা হলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে কাশীতে ছুর্গাপূজো দেখবো। বিপদে একমাত্র সহায় মধুসূদন! তাই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতৃ-চরণে জানালাম, মা, তোমার কথার অবাধ্য হ'য়ে এসে বেশ শাস্তি পেলাম !!

যেই নিরুপায় হ'য়ে মাকে কাতর প্রাণে স্মরণ করেছি, অমনি দেখতে পেলাম অতি দূরে কে একজন সাধুর মতন লোক পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসছেন। মনে হ'লো ইনি তো একজন সাধু, হয়তো উনি মার কোন সংবাদ দিতে পারবেন। এই কথা ভাবতে ভাবতেই দেখি লোকটি অনেকটা আমার নিকট এসে পড়েছেন। দেখেই চিনতে পারলাম উনি আমাদেরই মার ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

কমলাকান্তজী। "আপনি যে এখানে দাঁড়িয়ে, কোথা থেকে এলেন ?"

আমি। "মার দর্শনের জন্যে কাশী থেকে আসছি। মা কোথায় ?"

ব্রহ্মচারী আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই রাস্তা ধরে ঐ মন্দিরে উঠে যান দেখতে পাবেন মা ঐ শিবের মন্দিরের কাছে সিঁড়ির উপর বসে আছেন। বাবা ভোলানাথের খুব জ্বর, তাই তাঁর জন্যে ঔষধ আনতে আমি সহরে যাচ্ছি। এই বলে তিনি ঔষধ আনতে দেরাত্বন চলে গেলেন। তাঁর নির্দ্দেশ মত গিয়ে সত্যই দেখতে পেলাম যে মা শিবের মন্দিরের নিকটে সিঁড়ির উপর পা তুখানি ঝুলিয়ে বসে আছেন আপন ভাবে দূর নীল আকাশের দিকে চেয়ে। মার চেহারা দেখে আমি তো একেবারে অবাক্। মার মাথার সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চুলের গুচ্ছ আর নেই, সেইগুলো একেবারে পুরুষের চুলের মত ছোট ক'রে ছাঁটা, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা, অতি শীর্ণ, যেন একটি দশ বারো বছরের ছোট্ট ছেলে বসে আছে নিজের খেয়ালে। মাকে এই মূর্ত্তিতে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো এই কি আমাদের সেই রাজরাজেশ্বরী মা ? মাকে দেখে আমি এমনি বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে মাকে প্রণাম করতে পর্য্যন্ত ভুলে গেলাম। আমিই মার সঙ্গে প্রথম কথা বললাম, "মা, আমি তোমার অবাধ্য হয়ে, নিষেধ সত্ত্বেও তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি।"

মা। তোমার আসার দরকার আছিল, তাই তুমি আইছ। তোমার শরীর এমন রোগা কেন্ ? কি হইছে ?

আমি। মা, সেই যে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় জ্বর হয়েছিলো, সেই জ্বরে এখনও ভুগছি। পেটে লিভারটাও খুব বড় হয়ে গেছে। তুমি তো সে সময়ই বলেছিলে এত শিগ্‌গীর কি জ্বর ছাড়বে ?

মা। কোন চিকিৎসা করাইতেছ না ?

আমি। মা, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিছুতেই জ্বর একেবারে যাচ্ছে না। তু চার দিন একটু ভাল থাকি আবার জ্বর হয়। এই ভাবেই চলছে তিন বছর যাবৎ।

মা। একটা কাজ করতে পার ?

আমি। কি কাজ মা ?

মা। ভাত না খাইয়া পার না ?

আমি। ভাত খাবো না তো খাবো কি ?

মা। কেন্, রুটি খাইয়া থাকবা।

সেই যে মার কথা মত রুটি খেতে আরম্ভ করলুম তা প্রায় ছমাস একাদিক্রমে চালিয়ে ছিলুম। ভাত আর ছুতুমও না। সেই যে জ্বর ছাড়লো আর তা অনেক দিন হয়নি। জ্বর সেরে যাবার পরও বহুদিন আমি রুটিই খেতুম।

রায়পুরে শ্রীশ্রীমায়ের অজ্ঞাতবাসের সময় সঙ্গে ছিলেন বাবা ভোলানাথ, ভাইজী জ্যোতিষবাবু আর ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত। মার নির্দ্দেশ মতো ঝর্‌না থেকে গিয়ে স্নান ক'রে এলুম, তারপর নিজের কাজকর্ম্ম শেষ করে ওঠবার পর জ্যোতিষবাবু জল খেতে দিলেন এক টুক্‌রো গুড়, তাই দিয়েই জলযোগ সমাধা করলুম। কমলাকান্তজী দেরাতুন থেকে ফিরে এসে খিচুড়ি রান্না করলেন তাই খেলুম আমি, ভাইজী আর ব্রহ্মচারীজী। মার জন্যে গ্রাম থেকে কে একজন ভদ্রমহিলা নিয়ে এলেন রুটি আর তরকারী, তাই খেলেন মা।

সন্ধ্যা হতে হতেই আমরা যে যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমরা যে ঘরে থাকতুম তার দরজায় কোন কপাট ছিলো না, সেইজন্যে সন্ধ্যার পরই বেশ শীত করতে লাগলো। দিন ভর মার সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তাই হলো না। রাত্রিতে মা শুয়ে শুয়ে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাশী ফিরবার গাড়ী কখন ? আমি তো মার মুখে এই প্রশ্ন শুনে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। আজই মাত্র কাশী থেকে এত পরিশ্রম করে, টাকা পয়সা খরচ ক'রে ৺দুর্গাপূজোর মধ্যে এলাম মার কাছে কয়েক দিন থাকবো বলে, সেই সব বিষয় বিবেচনা একটুও না করেই মা প্রশ্ন করলেন আমার কাশী ফিরবার গাড়ী কখন ? আমি তো আশা করছিলাম মা হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কতদিন

তোমার ছুটি, কতদিন এখানে থাকতে পারবে ইত্যাদি। মার মুখে এই প্রশ্ন শুনে যেমন হলাম বিস্মিত, তেমনই হলাম মর্ম্মাহত ও দুঃখিত। একবার মনে হ'লো মাকে বলি, "মা এখন তো এই রাত্রিতে কাশী ফিরবার কোন গাড়ী নেই, থাকলে এখুনি যেতুম।" তা' না বলে বললাম, "মা, কাশী ফিরবার গাড়ী কাল সন্ধ্যার সময়।" মা আমার উত্তর শুনে বললেন, "কাইল ভোরেই হরিদ্বার চইলা যাও, সেইখানে ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাস্নান কইরা সন্ধ্যার গাড়ীতে কাশী ফিইরা যাইও। দেখা তো হইলো, আর কি? তোমাগো মঙ্গলের জন্যই এই শরীরটা এমন ভাবে এইখানে আছে।"

মা যে এত কঠোর ও নির্ম্মম হতে পারেন তা আমি স্বপ্নেও কখন কল্পনা করতে পারিনি। রাত্রিতে আর ঘুম হ'লো না, অভিমানে দুঃখে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। মার কথার আবাধ্য হবারই যে এই শাস্তি তা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলাম। মার সঙ্গে আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে ভোর হতেই লোটা, কম্বল আর গামছাখানা নিয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম হরিদ্বারের গাড়ী ধরতে। নবমী পূজোর দিন বিকেল বেলা কাশীতে ফিরে এলাম দেরাদুন থেকে মাকে দেখে।

একটা প্রচলিত কথা আছে "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" তা আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে কখন কখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

অনুমান ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শীতের সময় শ্রীশ্রীমা বিন্ধ্যাচলে পাহাড়ের উপর ছিলেন। জানুয়ারী মাসে এই পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ শীত, তার ওপর যেমন বৃষ্টি তেমন আবার বাতাস। মার শরীরটা খুবই খারাপ, জ্বর, সর্দ্দি, কাশি, টন্‌সিল্ ফোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময় মার ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করে বসে আছেন দিদিমা, মুক্তিবাবা, স্বামী পরমানন্দজী, আরও কয়েক জন। মুক্তিবাবার কথা মত কেট্‌লিতে জল গরম করে মা গলায় ভাঁপ নিচ্ছিলেন। সেই সময় এলাহাবাদ থেকে একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত হলেন মার কাছে। তিনি, তাহার স্বামী এবং পুত্র কন্যাগণ সকলেই মাকে খুব ভালবাসেন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তিনি মার নিকট এই দুর্য্যোগের

মধ্যে এসে বললেন, "মা, তোমার ছেলেকে (অর্থাৎ তাহার স্বামীকে) আজ দুপুর বেলা কলাইর (উর্দ্দির) ডাল রান্না ক'রে খাইয়েছিলাম। তিনি ঐ ডাল খেয়ে আমাকে বললেন বিন্ধ্যাচলে গিয়ে মাকে কলাইর ডাল খাইয়ে এসো। তাই মা তোমার জন্যে কলাইর ডাল নিয়ে এসেছি।" এই ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে মাকে কলাইর ডাল খাওয়াবার জন্যে এসেছেন এলাহাবাদ থেকে বিন্ধ্যাচলে। ধন্য এঁদের ভালবাসা।

শ্রীশ্রীমা ঐ ভদ্রমহিলার মুখে এই কথা শুনে খুবই খুসি হয়ে হেসে বললেন, "বেশ মা বেশ, তোমার ডাল কালই খাবো।" মা আজ কয়দিনই সামান্য একটু সাবু কি হর্লিকস্ (Horlicks) খেয়ে আছেন, গলা বেদনার জন্যে কিছুই খেতে পারেন না বা খান না। আমিও তখন ঐ ঘরেই মার নিকট বসেছিলাম। আমার কাঁধে এসে তখন কি ভূত চাপলো, আমি অমনি বলে ফেললাম, "মা, আজ কয়েক দিন যাবৎ যেমন তোমার সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা, তার ওপর কলাইর ডাল দিয়ে কাল ভাত খাওয়াটা কি ভাল হবে?" আমার এই কথায় উপস্থিত মায়ের ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ঘোর অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করলেন। বুঝলাম আমার এইরূপ মতামত প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই। আমি বললাম, "মা, আমার স্বভাবটা বড়ই মন্দ, আমাকে কেহ কিছু না জিজ্ঞেস করলেও কখন কখনও এই রকম এক একটা কথা বলে থাকি। যাক্ এখন থেকে যতক্ষণ তোমার নিকট থাকবো, ততক্ষণ মৌন হয়ে থাকতে চেষ্টা করবো।" আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই, মা অমনি বলে উঠলেন, "তুমি মৌন হবে কেন, এই শরীরটাই মৌন হ'য়ে যাচ্ছে।"

মায়ের মুখ থেকে এই কথা বেরুবার পরই আমি সন্ধ্যা করতে চলে এলুম "ভজনালয়ে"। আমি মনেও ভাবিনি যে এই সাধারণ কথাটা এত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আমি মার ঘর থেকে চলে আসার পরই অভয় ব্রহ্মচারী আমার নাম ধরে ডেকে বললেন "আপনি মাকে কি বলে গেলেন, দেখুন এসে মা, একেবারে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন।" এই কথা শুনেই আমি আবার ফিরে এলাম

মায়ের কাছে। এসে দেখি মা তাঁর বিছানার ওপর স্থির হ'য়ে বসে আছেন, মুখে হাসি নেই, কথা নেই, যেন একটি পাষাণ মূর্ত্তি। আমি মায়ের পা দুখানি ধরে কত কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম কথা বলবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই আমি মাকে দিয়ে কথা বলাতে পারলাম না।

এই জন্যে আমিও মৌন হ'য়ে গেলাম। তারপর দিন আমার ঘরের দরজায় এসে মা তিনবার বললেন, "নারায়ণ", "নারায়ণ", "নারায়ণ" এবং "বৃন্দাবন", "বৃন্দাবন", "বৃন্দাবন"। খুবই অল্প ইঙ্গিত ক'রে মা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন নারায়ণকে গলায় বেঁধে নিয়ে বৃন্দাবন চল। যে সময়কার ঘটনা সে সময় বিন্ধ্যাচলে মারই আদেশ মত আমার সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পুরুষের একটি শালগ্রাম-শিলা ছিলেন। সেই শালগ্রামকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলিলেন। এই কথা এখানেই শেষ হল।

প্রায় দুই বছর পরের কথা।

একদিন মা কাশীর আশ্রমে কন্যাপীঠের নীচের গুহায় আহারাদির পর দুপুরবেলা বিশ্রাম করছিলেন আর আমি মায়ের কাছে বসে মাকে বাতাস করছিলাম। বেলা অনুমান তিনটে কি চারটের সময় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজীবনশঙ্কর যাজ্ঞিক এবং ওখানকারই একজন রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্ট মার পুরাতন ভক্ত শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মাকে দর্শন করতে এলেন। তাঁ'রা দুইজনেই খুব দুঃখ করে মাকে বললেন, "মা, তোমার কাছে এসে তোমার মুখে কোন কথা শুনতে পাই না ইহা বড়ই দুঃখের কথা।" তাঁ'রা দুজনে কিছুক্ষণ বসে থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাবার পর আমি মায়ের পা দুখানা ধরে খুব কাতর হ'য়ে নিবেদন করলাম, "মা, আমার খুব শাস্তি হ'য়েছে এখন তুমি দয়া করে তোমার মৌন ভঙ্গ কর, কথা বল। আমি আর লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না, সকলেই বলছেন তুমি আমারই কথায় মৌন হ'য়ে গেছো। আমার এই অপবাদ বা দুর্ণাম এখন কৃপা ক'রে ঘুচাও।" আশ্চর্য্য এই প্রার্থনা করে মার চরণে প্রণাম করতেই মা প্রথম বললেন "গঙ্গা", "গঙ্গা", "গঙ্গা"।

তারপর দিন আমাকে আবার বললেন "যদি এই রকম খেয়ালটা থাকে তা'হলে এই শরীরটা কথা বলবে, কিন্তু তুমি মৌন হ'য়ে যাও।" সেইদিন থেকেই মা কথা বলতে আরম্ভ করলেন আর আমি মৌন হ'য়ে গেলাম। সেই মৌন আজও মায়ের আশ্রমে এক এক সপ্তাহ করে কেহ না কেহ রক্ষা করে আসছেন।

যেদিন মা প্রথম বিন্ধ্যাচলে মৌন হন, সেদিন মার চরণ ধরে কতই না বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম কথা বলার জন্যে। আবার কাশীতে সামান্য একটু প্রার্থনা জানাতেই মা দু'বছরের মৌন ভেঙ্গে দিলেন এক মুহূর্তে। তাই বলছিলাম মা যেমন বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার তেমনি কুসুমের চেয়েও কোমল। কোমলতার এবং কঠোরতার যুগপৎ সমাবেশ কখন কখনও আমরা মায়ের মধ্যে দেখেছি। অবশ্য ইহার পশ্চাতে যে কি গুহ্য কারণ থাকে তা কেবল মাই জানেন—অন্যের জানবার কোন উপায় নাই।

—ক্রমশঃ

চূড়াধারিণী মা

স্নেহলতা দেবী, ভারতী

শিরেতে শোভিছে, মোহন চূড়াটি
সকল শোভার সার ;
দেখি নাই ওগো, দেখি নাই কভু
এমন মাধুরী আর ।
কভু চূড়া ঘেরি বকুলের মালা
কভু বেল যুঁই চামেলিতে আলা
কভু কিছু নেই তবু মরি মরি
কি যে সে মাধুরী তার ॥

এই চূড়া 'পরে কভু কি অতীতে
শোভিত ময়ূর-পাখা
মন্দ মলয়ে ঈষৎ কাঁপিত
ঈষৎ বামেতে বাঁকা ?

সেই চূড়াধারী বাজাত কি বেণু
মাঠে মাঠে ফিরি চরাত কি ধেনু
উতলা করিয়া আভীর বালায়
ছুটাত কাননে পাগলিনী প্রায়
কে বাজায় বাঁশি বলি,
ছাড়ি গৃহ-কাজ ত্যজি ভয় লাজ,
গৃহ-পরিজনে ছলি ?

সে চূড়াধারীর বাঁশরীর তানে
প্রেমের যমুনা বহিত উজানে,
সে প্রেম-পরশে পাষাণও গলিয়া
ঝরাত যমুনা বারি ।
প্রেমে টলমল তৃণ তরুদল
এত প্রেম ছিলো তারি ॥

জন কত শুধু ব্রজের বালিকা
তৃণ-তরুলতা আর
সে প্রেম জানিল, জানিত গোলক,
জানিল না কেহ আর।
সেই চূড়াধারী আসিল কি ফিরে
যমুনা ত্যজিয়া সুরধুনী-তীরে
বিলাল সে প্রেম কলসে কলসে ?
আবার একদা আসি নদীয়ায়
অফুরাণ শুধা-ভার।
ডুবেছিল কত দেশ-জনপদ
সে প্রেম-সায়রে কত কোকনদ
ফুটেছিলে, তার হিসাব কোথায়
আছে ডুবে আজো দেশ।
সেই চূড়াধারী কত বার এল
ধরি কত নব বেশ॥

সে চূড়াধারী ও এ চূড়াধারিণী
দুয়ে এক কিনা কেমনে তা জানি
দেখি আর শুধু ভাবি মনে মনে
বুঝিনে কিছুই তার।
অভাগা জীবনে এর সমাধান
হবে কি কখনো, জুড়াবে কি প্রাণ ?
মনে মনে শুধু মন কাঁদে মোর
বলিব কাহারে আর॥

চূড়াধারিণী ও চূড়াটিরে তাই
মনে মনে শত প্রণতি জানাই
জানাই মিনতি মোর।
চূড়াধারিণীর সব পরিচয়
ফুটুক হৃদয়ে নাশি সংশয়
হ'ক দুখ-নিশি ভোর॥

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

Look, in order to pluck a rose one has to put one's hand into the midst of thorns. But if the rose is a person's aim and he has a keen desire to pluck it, he will not refrain from doing so for fear of being pricked. Moreover the Great Mother arranges whatever is necessary for each one: She certainly knows the real need of every individual. If one has at least this much faith, there is no reason at all to feel distressed.

HE at all times lavishes His Grace on everyone. Only in order to acquire the capacity to understand this, one must tenaciously fix one's gaze at Him as Goal.

❃ ❃ ❃ ❃

Who is 'Anandamayi Ma'? Who indeed is *'Anandamayi'* (permeated with Divine joy)? HE is eternally enthroned in the hearts of all beings, verily He dwells *everywhere*. Having seen Him, reached Him, everything is seen, everything attained; in other words one becomes fearless, certain, free from conflict, immutable, imperishable.

❃ ❃ ❃ ❃

To live in a foreign country is in itself painful; but to be in one's own home together with one's near and dear ones is happiness. This is why there is the search for one's real Home, for one's true Beloved. How much longer will you remain in this alien land and suffer misery?

* * * *

Do you imagine that you are liberated? In order to become actually liberated, that is to realize Him, one has to set apart a little time. If you live in the spirit of "He is engaging me in His service," there is no cause for bondage. But if this attitude of mind is absent the desire for praise and fame awakens. The serving is He, the server is also He and the one who is served is likewise He alone: there is none apart from the ONE.

* * * *

Who is going whither and from whence does he come? For this body there is no going and no coming. That which existed before exists even now. What does it matter whether one dies or remains alive? Even after having died he still exists, so why worry?

Conversations with Sri Sri Ma Anandamayee

RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY

(Translated from Bengali.)

(1)

Question : In *satsang** who keeps company with whom ?

Mataji : You keep company with your Self.

Question : To what purpose ?

Mataji : So that Truth, Supreme Knowledge may be revealed. You should seek *satsang* in order to attain to Self-realization.

Question : Which aspect of my being associates with what other aspect ?

Mataji : Your being has innumerable aspects, you in your aspect of ignorance associate with yourself in your aspect of Knowledge : in other words your outer self concentrates and makes contact with your innermost Self.

Question : Is it right to have faith when seeking *satsang* ?

Mataji : Certainly. It is you yourself who exist also in the form of faith.

**Satsang* : The company of sages, saints and seekers after Truth, either the actual physical company or in an applied sense by reading holy Scriptures or the lives of saints. Also a religious meeting and in its widest sense the practice of the presence of God.

Question : It is surely appropriate to seek *satsang* with full consciousness ?

Mataji : The objective of *satsang* is to awaken to full consciousness, to progress from unconsciousness to consciousness.

Question : "Where a superman has walked that is the Path"— what does this mean ?

Mataji : The superman is ever present within you. A superman is not any particular person, no one external—it is HE Himself. The inner superman, who is the real superman, follow His Path ! The superman is Self-effulgent, it is beside the point to ask who He is. Are you aware of the superman within you ? Then why your question ? Speak of that which you can perceive directly. It is imperative that the superman within you should become revealed to you. If you say : "I am the instrument and He wields it," this is all right. Once you have come to know that superman, questions will no longer arise, but because you are unable to grasp Him, you need an outer superman. He who is sublime among sages, who is a superman, a divine incarnation—what He says, the path He treads, that is the Path. Do you know why one has to accept a Guru ? It is necessary to be initiated by an outer Guru so as to be able to find the Guru who dwells within. This is why you make contact with a superman. If you ask : "How can one recognize Him ?" When the time is ripe He will let you find Him. If you are eagerly longing for Him, He will allow you to recognize and understand Him and to make close contact with Him. What will be the ultimate outcome of this ? You will find your Self,

the superman who is hidden within you will be revealed to you. Then you will understand that your own superman appeared to you in such and such a guise. Unless He Himself lets you grasp Him you cannot do so.

Question : Can the *prārabdha** be obliterated if there is desperate eagerness ?

Mataji : Unless one has reached the shore the *prārabdha* cannot be obliterated. Eagerness† is the means, not the fulfilment, it is but the way to fulfilment. There are degrees also of eagerness.

Question : Who is called a mother and what are the characteristics of a mother ?

Mataji : Nobody is called a mother. A mother is just a mother. Those who become her children know what she is like.

Question : Does one understand the mother by becoming her child or by becoming oneself a mother ?

Mataji : Either way. When a spade is dug into the earth, has the earth been pierced by the spade entering into it, or will you say that the spade has entered because the earth has been pierced ? Likewise it is one and the same whether you say the child has recognized his mother or the mother her child.

**Prārabdha karma* is that portion of one's past actions which is bound to fructify in the present life and cannot be averted.

†A play upon words : "*Kul*" means shore, '*vyakulta*' restless yearning, eagerness. Thus unless the shore has been reached there is restless longing for it.

Ques ion : What is the means to blot out the *prārabdha karma* ?

Mataji : To kindle the fire of Supreme Knowledge.

Question : How will Self-realization come about ?

Mataji : By receiving and holding the power of the Guru. What is already within you becomes revealed. A person whose brain is not clear cannot be taught. In a similar way the inner power to know your Self is realized by engaging in *sadhana*. It is like an electric connection. If it were not within you, you could never discover it. Just as some persons—but not all—possess the gift of writing poetry or of elocution and so on. If it be someone's fate the scales will fall from his eyes, the veil will drop away. It happens by itself, another cannot give Realization; one has to become possessed of one's inner Knowledge. Everyone is born with his innate tendencies and talents. Just as one can acquire worldly knowledge so also is Reality known by becoming possessed of one's inner power—and then there is Awakening. The Guru's power is bestowed on the disciples, but one among millions can be found who is capable of holding it. The *mantra* has a power of its own and its repetition will not be in vain, but the power of the Guru is not conferred upon all.

Question : What actually is "the Grace of the Guru ?"

Mataji : When together with His instructions the Guru bestows the capacity to translate them into action—this is His Grace. Grace is being poured out at all times. But it cannot enter because the receptacle is turned upside down. When one becomes receptive one is able to receive Grace.

The means to turn the receptacle the right way up is to obey the Guru's orders to the very letter. By virtue of the yoga of sustained practice the veil will be torn asunder and the Self stand revealed—one will advance towards one's real home. So long as there is craving one will be born again and again, in other words physical existence continues due to the sense of want. Through sustained spiritual practice one may be released from it. In order that the fact of man's eternal union with the One may be revealed the commands of the Guru must be followed. By so doing one becomes worthy of His Grace. The Guru in His mercy points out each one's own path, the path that leads to Self-realization. There are two kinds of grace, namely with and without cause or reason. The first is obtained as the result of one's actions ; but when it is understood that one cannot get anywhere by one's own effort, then Grace without cause or reason (*ahetuk kripa*) is received. From the state of utter helplessness He lifts one up.

Question : Who has the capacity to confer power and who to receive it ?

Mataji : He who can liberate one from the ceaseless round of birth and death He is indeed a *Sad-Guru* ; it is He who wields the authority to confer power. Just as a child cannot beget until he grows into a young man, likewise is there a stage when one becomes a receptacle and then at the right moment the Guru transmits power into it.

Question : Can the power be conferred no matter what be the nature of the receptacle ?

Mataji : HE can mould the receptacle.

Question : Thus if the receptacle is not ready, does the Guru withhold the power ?

Mataji : No, when a flood comes it carries everyone along with it.

Question : What is the means of entering the tide ?

Mataji : To ask this question with desperate eagerness.

Question : How can such eagerness be called forth ?

Mataji : By keeping *satsang* for a great length of time. Where that which is doomed to destruction is destroyed, there the Beloved stands revealed. For those who have received initiation it is fitting to devote much time to the repetition of their *mantra* and to meditation—then only will there be awakening.

Question : Does the repetition of God's Name also amount to *satsang* ?

Mataji : Most certainly; for He is present as the Name. Verily, the essence of Truth is He, the essence of the *mantra* is He. The significance of the Name is that its constant repetition will make it easy for the aspirant to advance towards God. It is He who is present in the form of the Name, the letter (*akshara*) and the *mantra*. Therefore to be with any of them is also *satsang* : you have found Him in the guise of the Name. If *japa* is practised with faith the benefit will be much greater, but even when adhered to without faith it will yield some result. Ever keep the Name in your mind, ever foster it in the depth of your heart. Just as a seed has to be buried in the earth, so the Name has to be firmly

implanted in the soil of the heart and repeated constantly. As a result a tree will develop out of the seed. The tree signifies Self-realization. God's names and forms are of infinite number and variety; by the sustained repetition of His Name His innumerable shapes will be revealed. Having been implanted in the heart the Name will quite naturally reveal its essence. To know Oneself means to know God. Thus one should proceed by constant practice. Just as after passing one's examinations one automatically becomes a professor or an engineer, so by engaging in *sadhana*, Realization will come of itself. But it is incumbent to set to work according to the Guru's instructions.

Question : Will it be effective if one has found the Guru in a dream ?

Mataji : Yes, it will. Is not that which is known as the waking state of the world but a dream ! The only difference is that the one is the dream of sleep and the other the dream of waking. If one has received a *mantra* in either of these dreams there will be no more doubt (as to one's having been initiated). However, the *mantra* that has been received in the dream of sleep must be practised and brought to fruition in the dream of waking.

Question : If this world is God's own manifestation, how can it be dismissed as a mere illusion ?

Mataji : When this question has ceased to exist, this is the manifestation called Self-revelation (*Swayam Prakash*). Where the Realization is of the One-Brahman-without-a-second, there can be no question of dismissing anything.

When the triunity of knowledge, the knower and the act of knowing has merged into one there is the One Brahman—not unless this has happened. So long as the world is perceiv-ed this triunity will continue to exist. Action, acting and the actor although one, are each apart from the one another. The same man is indeed father, son and husband. Similarly there is only One Brahman without a second. On the other hand when the world is perceived these three appear different from one another ; in the realm of action there is bound to be difference. The world is in the grip of perpetual motion, it changes continually ; that which is changing can surely not be eternal—motion implies impermanence. What then is Truth ? That which is not subject to change ; yet when only the One *Brahman* is perceived nothing whatsoever can be excluded.

PAGES FROM MY DIARY

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali.)

12th June 1957.

Sri Sri Ma was staying in Poona for a time. One day, when a number of us were sitting in Her room, the conversation turned to Mataji's visit at the Pondicherry Ashram. A Brahmachari of our Ashram who had spent some time in Pondicherry was among the people present. He told us that while there, he had questioned Satubhai* about Mataji's meeting with the Mother of Pondicherry and Satubhai had told him that when the Mother saw Mataji for the first time, the Mother perceived a huge light resembling lightning and on either side of that light there were what seemed to be dark clouds. When asked about the meaning of the clouds the Mother said they might perhaps signify obstacles.

During this conversation Professor Jyotish Das Gupta, the brother-in-law of Sri Nalini Sen, who is an inmate of the Sri Aurobindo Ashram, was present. He said : "Ma, I also have been to Ponicherry. There someone told me that the Mother looked straight at you with a steady gaze and you, unable to bear it, lowered your eyes." Professor J. Das Gupta related more of the kind and wanted to know what Mataji had to say about it all.

---

*Sri Satyendra Thakur, an inmate of the Sri Aurobindo Ashram.

Mataji listened to everything and then said with a smile : "She is the Mother and this (pointing to Herself) Her little daughter. What more is to be said about it ?"

But some of us including myself begged of Mataji : "Should not the actual facts be disclosed ? Do please speak, Ma ! For in this case it cannot be as it would with ordinary people like ourselves."

When we went on pressing Mataji to explain to us what had really happened, She laughed heartily and at last responded : "As you know, Sri Haribabaji took this small child with him when he went on a pilgrimage to South India. This is precisely how this little child went to see the Mother of the Sri Aurobindo Ashram. This body did not approach the Mother in quest of spiritual experience or the like ; a little girl is simple and natural in the presence of her own mother. You well know that the behaviour of this body is quite unpredictable (*'elomelo'*) : here there is no question of giving or receiving power, of finding anything bearable or unbearable—whatever comes to pass at any time is as it should be.* As this body feels here with you now, just exactly the same it felt at Pondicherry. What is the difference between this body, the Mother and you all ? From your angle of vision only they are different one from the other.

"Very well then, since you are eager to hear, listen ! When the Mother came and stood before this body, this body out of its own *kheyal* looked straight into the Mother's eyes

* *'Jokhon ja hoye jai'* is an expression frequently used by Mataji.

for a moment, just as it looks at all of you; but then the *kheyal* came that the *sadhus* who had come with us were all being kept standing and so this body for a second looked in their direction; then again there was the *kheyal* to respond fully to the blinkless gaze of the Mother. Thus this body of its own accord did look directly into the Mother's eyes for some length of time, did it not? Then the Mother herself lowered her glance and put a flower into my hand; an exchange of flowers followed."

Turning to us Mataji added: "You all witnessed this yourselves. The Mother's eyes did not even radiate intense light while focussed on this small girl. In other words did my Mother attract and hold the eyes of this small girl with her glance as is done in the case of others? This is the exact truth of the matter."

After pausing for a while, Mataji spoke again. "Some years ago, when this body met Satubhai, he talked about the Mother of the Sri Aurobindo Ashram and said that when one goes for her *darshan* she gazes straight and steadily into one's eyes. At that time this body had the *kheyal*: 'Very well, if ever circumstances bring about a meeting of this body with the Mother, this body will behave quite naturally according to its *kheyal*; whatever happens is as it should be."*

Mataji laughed and then continued: "If someone had told this body that at the Pondicherry Ashram it was a rule to respond from the very beginning to the Mother's gaze and

*'Ja hoye jai.'

look straight into her eyes, this body would have had the *kheyal* to do accordingly. Every place and every condition, wherever and whatever they may be, are but the ONE. If the *kheyal* had come, this body would spontaneously have acted (to whatever extent it might be) as consistent with the demands of that particular place. Where this body was made to stay, there it stayed. When and where it was taken to see (someone or something) it did go and see at the appointed time and place. Further it sat down or stood up, etc. for precisely the length of time and at any particular spot that was in keeping with the ritual of the place, so far as it had been made known to this body. From your worldly point of view there are no doubt a great many different ways of expressing things. So long as the individual is what it is and has not been freed from its knots, how can a correct solution of any problem be arrived at ? Suppose the Mother's gaze had been met by the gaze of this body from beginning to end, this might have given you the chance of saying : 'Look, Mataji held the eyes of the Mother with such power that the Mother was incapable of averting her eyes."

Here Mataji broke out into ringing laughter and then remarked : "This is the kind of thing you might have said, is it not ? Look, all forms are but the expressions of the Power of the One Lord ; at different times He manifests in different ways."

We had heard various reports about Mataji's meeting with the Mother and we had also heard all kinds of other things in this connexion. But so far whenever questioned on the subject, Mataji would just laugh it away. This time,

however, in response to our eager request the truth of the matter was disclosed through Mataji's utterances.

All this reminded me of something that happened long, long ago, perhaps even more than twenty-five or thirty years back. Once in Dacca Mataji had come to the house of my father (the late Swami Akhandānandaji). In the presence of over a hundred people Mataji's eyes for hours and hours remained fixed in a blinkless stare like that of a statue. My father who was a Civil Surgeon at first felt very anxious and then said : "How can such a thing be possible in the world ? It is indeed most amazing !" When afterwards we took Mataji on foot to someone else's home, I found that Her eyes still remained fixed in exactly the same way. Since this was our first experience of seeing Mataji in that state I began to feel apprehensive as to what was going to happen to Her. The people who were present could observe all this with their own eyes ; some of them are still alive.

On another occasion at Kashi, also a number of years ago, Mataji's eyes began to be fixed in various kinds of ways (*trātak*)* in the presence of Mahamahopadyaya Dr. Gopinath Kaviraj and many other persons. Dr. Gopinath Kaviraj has preserved a number of photos that he had taken of Mataji in that condition. Later when he discussed these phenomena with Her, She declared : "There is an endless variety of fixed gaze." We quite frequently are able to observe this kind of stare which comes naturally to Mataji.

---

* *Trātak* is the art and science of fixed gaze. This fixed gaze is supposed to be uniform in character, but for the person who has specialized in this art, it is of practically infinite variety, differing in nature according to the object on which the eyes are fixed.

In this connexion something occurs to me that Mataji tells us on occasions: "It is not possible for you to understand every condition in which supermen, sages and saints may be at any time and what they may do for what reason. This is why you should not engage in idle talk about them; although, needless to say, they are indifferent to praise and blame. Your duty, however, is to try your utmost to carry out their instructions."

We can often hear Mataji say something like the following; "He who is your *Guru* and *Ishta** is indeed the *Guru* and *Ishta* of the whole world; and the One who is the *Guru* and *Ishta* of the whole world is verily your own *Guru* and *Ishta*. Infinite are His forms, infinite His Self-revelation, infinite His Self-concealment. He alone appears as the *Guru*, the *Ishta* and the *mantra*—there is only one all-pervading Self. He plays with Himself, He reposes within Himself, He alone is. In order to grasp His indivisible Form there are many ways. He allows Himself to be grasped by Himself and yet is beyond grasping. Again there is a state where the question of grasping or not grasping does not arise. This is the Realization that is wanted."

On another occasion Mataji said in reply to someone's question: "When you are in the company of *sadhus*, saints and sages you should make it a rule to adopt the excellent and abandon what merely appears pleasing; you should not critisize or judge anything that a *mahatma* does. What saints and sages say helps one to cultivate the presence of one's

* *Ishta* the Beloved, also one's chosen deity.

Ishta and therefore should be accepted and followed. Useless talk is harmful. Whatever you may say about anyone and in whatever spirit—all are indeed your very own. Thus you are but talking about yourself. So long as one has not realized one's true Being, one should be intent on fostering within one's heart the attitude that one's real Self, which is present in all, is none other than God. Embrace the excellent and relinquish mere pleasure. The whole world is one spiritual family. Therefore it is the duty of those who are out to find Truth to regard whatever a *sadhu* undertakes in search of Truth as one of the variegated manifestations of their own *Guru* or *Ishta*. This is the attitude of mind to be cultivated. For those who accept that He is mother, father, friend and beloved—everything in one—and also for those who think in terms of Ashrams, actually the whole world is one single universal Ashram. In this there is no question of boundary or limit—it is boundless, unlimited ; all are of the One, *are the One*. Where two are there naturally will be conflict. It is the veil that causes blindness ; you should understand that you yourself are the veil."

How I Met Sri Sri Anandamayee Ma

By

His Holiness Syedna Hazrat Talattuf Hussain Sahib

Meeting with the Lama.

From the early days of my life I was inclined towards Sufism. For this reason I always went to see every mahatma, sadhu, faqir, saint or divine I heard of. But none of them could pacify my soul. When I felt very uneasy I left my home in Dehra Dun and travelled to Bhootan, Nepal and Tibbet. In 1919, at Lhasa in Tibbet, the land of *lamas*, I met Græ Lama. I felt some spiritual comfort in his company and requested him to make me his *chela* (disciple). He refused, put a *tasbih* (string of beads) into my hand, held one end in his own and remarked : "Both of us are beads of the same *Tasbih*".

Turning point in my life.

After this disappointment I went to Assam to pay homage to the late Hazrat Shah Jalal Sahib, a great Divine. One night when I was near his tomb I was advised to go to Baghdad Sharif.

My journey to Iraq.

With great difficulty I managed to reach Iraq and then the dargah of Piran-i-Pir, Dastgir Ghausul Azam Hazrat Mohiuddin Sheikh Abdul Qadir Jilani (the greatest Muslim

Divine). Then I began to look for a *Pir* (spiritual guide) and at last met Sheikh Sayed Sahib. I decided to stay in Baghdad for ever and requested the Sheikul Islam to make me his *murid* (disciple). But he refused saying : "You cannot stay here and should go back to India, as you will have four more children. You will come across some lady with great spiritual power and derive much benefit from her".

I came back to India and began to look for *Majzoob* (women who are absorbed in the love of God to such an extent that they seem mad). I met many such women, but realized that I had not yet found the right person.

My first meeting with Sri Sri Ma.

In 1936 in Dehra Dun when I was going somewhere, a man came running to me and said : "You are wanted by Mataji." I responded to the call. She received me at the door and enquired whether I had been to Iraq and whether the Sheikhul Islam had refused to become my spiritual guide. I replied in the affirmative. She then advised me to correct my pronunciation of the Arabic words I used in the *wazifa* and to start offering *ishraq* (after sunrise prayers). This was my first meeting with Sri Sri Ma Anandamayee.

After that I used to visit her off and on and in view of my old age she always addressed me as "Pitaji'. After some time I began to have visions of gods, godesses, prophets and divines while I was awake. I owe all this to Mataji.

Distribution of prasad.

Whenever I happened to be in Mataji's room and somebody brought sweets, Mataji asked me to distribute them to all present.

One day an orthodox Hindu gentleman was present who did not like to take sweets from the hands of a Muslim. I sensed his feelings although he did not utter a word. I reported the matter to Mataji and She explained to the man that She did not follow any particular religion and that all were equal in Her eyes. This impressed me very much and consoled me to a great extent.

My early meetings with spirits.

Once I complained to Mataji that although I could see spirits, observe their lips moving, yet could not hear their voices. She advised me to be patient and wait for some time. I followed Her advice and the faculty to converse with spirits was vouchsaved to me at last.

The Function at Solan.

In 1946, the Raja of Solan held a big function which was attended by sadhus and mahants from all parts of India. At the request of Mataji I also was invited.

One day the sadhus began to ask each other what they had achieved in the spiritual field. Somebody said: "Let us also ask the only Muslim in this congregation." The question was put to me, but I said I was not allowed to disclose my secrets. When almost all of them including the Raja insisted that I should give an answer to their query and Mataji also

asked me to do so, I related some of my experiences. I told them that Rama Chandarji, Krishna Kanhaiya and Durga Mai (Hazrat Rabia Basri) a divine lady of repute etc. etc. were all present before my vision. I told them what sort of clothes they wore, that Kanhaiya was standing under a tree and playing on his flute and that Durga Mai was wearing a crown. On hearing this I was greatly cheered and applauded by the audience. Everybody looked with appreciation at me. I would have never given away these secrets, had not Mataji asked me to do so.

Separation.

Physically I am far away from Mataji now; but spiritually I am not. I am always by Her side and recite the following verse every now and then :—

O' Mother if I could get near Thee
I would praise Thee day and night,
I would touch Thy feet and worship Thee,
O' Mother ! O' Mother ! O' Mother !

شری ماتا اگر میں تجھکو پاتا ❀ ترے گن دن رات بیٹھ کر گاتا
میں پوجا تیری کرتا تیرے چرنوں کو چھوتا ❀ اے ماتا- اے ماتا- اے ماتا

Psychic Control in Education*

U. C. Dutt

The present system of Education gives a lot of information but little strength. Knowledge properly assimilated and guided by an ulterior end is power; otherwise it defeats its own purpose and runs riot in the brain. Knowledge (Shiva) divorced from power (Shakti) is considered to be dead (Shava). It degenerates into a dead mass of unrelated information. No conscious effort has been made to vitalize and co-ordinate the education imposed on us by an alien ruler.

Centuries ago the old system evolved a method to energize knowledge by awakening the latent power in man. The method known as psychic control or yoga was regularly practised by pupils to develop extraordinary power and free the Self from the bondage of matter. Psychic control took different forms in different parts of India. It was systematized by Sage Patanjali in about the Second Century B. C. The entire system of yoga proceeds on the assumption that each soul is divine in essence and the goal of life is to manifest the divine fully. Swami Vivekananda who is regarded as a great yogi and an apostle of modern India, says :

"Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divine within, by controlling nature, external, and internal. Do this either by work, or worship, or psychic

---

* Based on Raja-yoga by Swami Vivekananda and Yoga Aphorisms by Patanjali.

control, or philosophy, by one or more or all of these—and be free".

Here Swamiji refers to all the four methods of Yoga—*Jnana* (Knowledge), *Bhakti* (Devotion), *Karma* (Action) and *Rajayoga* (Psychic control) leading to the union of the individual with the universal by removing the obstacles. Nature external and internal serves as an obstacle, a barrier, a bondage to the spirit. It has got to be controlled by either of these methods. Here we are concerned with psychic control.

Let us think of an ocean with big waves, small ripples and tiny bubbles. Waves and bubbles are different in name, size and shape, but all of them have one and the same ocean as their substance. They rise and fall and melt in the ocean. They cannot be separated from it. In fact everyone of them is potentially the ocean, though as finite forms they go by different names. Similarly we consider ourselves to be finite beings with a small body, a limited mind and a stubborn ego. My real nature which is neither body, nor mind, nor ego transcends all of them and is one with the whole—the unlimited ocean of eternal Life and Light. All powers are mine. Why do I look so weak and helpless ? Simply because I do not know those powers and cannot draw on them.

Everything that we see or feel is a form of matter and every form of matter composed of electrons, protons, and neutrons is but a form of energy. The external nature is a gross form and the internal nature is a subtle form of energy. The whole world which is in constant flux is an expression of energy. It is one and undivided. Every individual object is, as it

were, a whirlpool—a mode, a bubble in the flowing stream of energy. The subtle form is the cause and the gross form is the effect. They vary in degree, not in kind. As body and mind this energy conceals our true nature and makes us forget that we are masters and not slaves to it. Body and mind are our instruments. If we can control and make proper use of them, we can control the whole of nature whose integral parts they are.

I see a book. Does it exist outside? Is it an exact copy of what is really outside? No. What exists outside is unknown and unknowable. The unknown element stimulates my mind through the eyes as suggestion and the mind gives out the reaction in the form of a book. In the same manner when a stone is thrown into water, the water reacts in the form of waves. The world that we see is the reaction of our mind, caused by the outer suggestion. Let us take for example an oyster. A parasite gets inside the shell and causes irritation, and the oyster throws a sort of enamelling round it, and this makes the pearl. The world of experience is our own enamel and the real world is the parasite serving as a nucleus. So we gain neither knowledge nor power.

Is true knowledge then a fruit of the forbidden tree? Apparently it is so. But a calm scrutiny reveals two kinds of energy—(1) *Vidya* or bright force and (2) *Avidya* or dark force. *Avidya* (ignorance) or dark force hides our true nature and keeps us in bondage, while *vidya* (knowledge) or bright force reveals it and restores to us our freedom. A yogi moves towards the goal by renouncing the evil forces.

Renunciation in the true sense of the term means not to allow any modification or disturbance of the mind stuff in spite of the presence of sense objects. The mind stuff is composed of various parts called the sense organs (*Indriyas*), the mind (*Manas*), the determinative faculty (*Buddhi*) and the ego (*Ahankara*). They are all forces and form the internal instrument (*Antahkarana*) which resembles a lake with waves of thought. A man of renunciation keeps the lake calm and undisturbed in order to see what is at the bottom. He knows his true Self by distinguishing it from the not-self—(*Purusha*) from (*Prakriti*). Psychic control is the process by which our mind stuff (*Chitta*) is made free from the various modifications (*vrittis*).

With a view to gaining full control over Nature which is the store-house of all forces or powers, Sage Patanjali prescribes eight limbs or steps of yoga. They are *Yama*, *Niyama*, *Asana*, *Pranayama*, *Pratyahara*, *Dharana*, *Dhyana* and *Samadhi*.

The first two *Yama* and *Niyama* are the moral basis of the other processes. *Yama* involves (1) non-violence (*Ahimsa*), (2) truthfulness (*satyam*), (3) noncovetousness (*Asteya*), (4) Continence [*Brahmacharya*], and (5) non-receiving of any gift (*Aparigraha*). *Niyama* indicates (1) cleanliness (*Shoucha*), (2) Contentment (*Santosh*), (3) mortification (*Tapa*), (4) Study (*Swadhyaya*) and (5) Worship of God (*Ishvara Pranidhana*). A moral attitude and moral discipline are essential in order to build a higher life. *Asana is* posture. It is necessary to find a posture in which one can remain still for long. A good deal of activity goes on in the body. The

nerve currents have to be given a new channel. The main part of the activity will be along the spinal column, so one thing necessary for the posture is to hold the spinal column free, sitting erect, holding the chest, neck and head in a straight line. With the chest in one cannot think very high thoughts. An easy, pleasant and natural posture suiting the aspirant is necessary.

Pranayama means controlling the breathing. It consists in drawing in, holding and expelling breath in a regular measure. Breath is like the fly-wheel of the machine called the body. As such it supplies and regulates the motive power to everything in the body. *Prāna* or the vital force, the manifestation of which is the breath, sets the whole engine in motion. It causes the nerve currents to move all over the body. The mind is also set in motion by different nerve-currents. So by restraining the *Prāna* one can gain perfect control over the body and the mind and thereby over the universal *Prāna* or Cosmic Energy. This opens the door to almost unlimited power. When the yogi becomes perfect in *Pranayama* there is nothing in nature that is not under his control.

Pratyahara literally means "gathering towards", i. e. checking the outgoing powers of the mind that are lured away by the senses and freeing it from their slavery. By doing this one develops character through self-control. To control the mind, which is compared to a restless monkey that is drunk and stung by a scorpion, is a tremendous task. One can succeed only after a determined and continuous struggle.

*Dhārana** is concentration, holding the mind to certain points, forcing it to feel some parts of the body to the exclusion of others. When the mind stuff or *Chitta* is focussed on a certain point, this is called *Dharana*. A popular method is to concentrate the mind on a lotus that is full of effulgent light in the heart. The Yogi must practise regularly in a solitary place. He should avoid much talking or overwork. Such practice will tone down nervous excitement, bring about calmness and improve health and temperament. For rapid progress strict diet is necessary.

Dhyāna means meditation. When the mind is trained to remain fixed on a particular external or internal point, it acquires the power of flowing in an unbroken current as it were towards that point. This state is called *Dhyāna*. Meditation must begin with gross objects and then slowly rise to finer and finer, until it becomes objectless. Every act of perception involves three processes; (1) the external causes of sensation, (2) the internal movements in the nerves and the brain and (3) the mental reaction. Various powers come to the yogi, if he succeeds in perceiving any one of these processes as distinct from the other two.

"If he is strong enough to reject these miraculous powers, he will attain the goal of Yoga, the complete suppres-

---

* Dhārana, Dhyāna and Samādhi are one continuous process called Sanyama. It consists in fixing the mind on an object, keeping it there for long and separating the form of the object from its meaning which remains in the mind as internal sensation. When a person succeeds in this *Sanyama*, all powers come under his control. (Yoga Sutra, 3/34,5).

sion of the waves in the ocean of the mind." Then he will find in himself the essence of knowledge, the immortal, the all-pervading.

Samadhi is a super-conscious state of mind. When we take food we do it consciously, when we assimilate it we do it unconsciously. We are not conscious of many involuntary and automatic actions within the body, nor have we any control over them. But by practice we can know them and bring them under control. Almost every action of this type can be brought to the plane of consciousness. On the conscious plane all work is always accompanied by the feeling of egoism, while on the unconscious plane this feeling is absent. This unconscious work is called 'instinct' where animals are concerned. In man conscious work prevails. There is a still higher plane on which the mind can function. As unconscious work is below consciousness, so there is another kind of action which is above consciousness and which is not accompanied by the feeling of egoism. When the mind functions above or below the line of consciousness, there is no feeling of "I". The state above the line of consciousness is called "Super-consciousness" or *Samadhi*.

When a man goes into *Samadhi*, he comes out enlightened, a sage, a prophet. The field of the conscious working of the mind is narrow and limited. Reason moves within a narrow circle. All metaphysical realities such as Soul, God, the Absolute, etc., are beyond the scope of pure reason, which leads to the despair of Agnosticism. The deeper truths of life that inform and inspire are revealed by an instrument

superior to reason—namely Intuition, *Prajna*. What reason is to the conscious or the mental, intuition is to the Superconscious or Supramental. Intuition does not contradict reason or clash with it. It fulfils reason. A yogi discovers this extraordinary sense after *Samadhi*.

The eight steps of *Yoga* presuppose a Psycho-physical system which serves as the background. There are two nerve-currents in the Spinal column, called *Pingala* and *Ida* and a hollow canal called *Sushumna* running through the Spinal cord. At the lower end of the canal is the "Lotus of the *Kundalini*" in which a power called the *Kundalini* lies coiled up. When *Kundalini* awakens, it tries to force a passage through this hollow canal. As it rises step by step, layer after layer of the mind opens up and wonderful visions and powers come to the yogi. When it reaches the brain, he becomes detached from body and mind; the Soul becomes free from the bondage of matter. According to Sri Aurobindo even body and mind become transformed and divinised. The canal is closed at the lower end that is situated near the sacral plexus and is triangular in shape. Different plexuses with their centres in the Spinal canal can stand for different lotuses of the *Yogi*. He conceives of several centres, beginning with the *Muladhara*, the basic, and ending with the *Sahasrara*, the thousand-petalled lotus in the brain. The intermediate centres are *Svadhisthana*, *Manipura* *Anāhata*, *Visuddha* and *Ajna*. To open the *Sushumna* ,canal, which is closed in the case of an ordinary man, is the prime object of *Yoga*. When the *Sushumna* opens and the *Kundalani* rises through Psychic control (Rajayoga) the *yogi* rises beyond the

senses and his mind becomes superconscious. The *Kundalini* may be awakened by other methods as well, such as intense devotion (*Bhakti Yoga*), selfless work (*Karmayoga*) or searching discrimination (*Jnana Yoga*). All the paths lead to perfection—union with the Divinity.

According to *Yoga*, power (*Shakti*) sleeps at *Muladhara* and Knowledge (Shiva) at *Vishuddha*. On their awakening the Power rises and rouses knowledge. Both join at *Ajna*, the centre of illumination, when the process of unification begins which culminates at the *Sahasrara*. Then the Yogi acquires infinite knowledge, infinite power and liberation (*Kaivalya*)

There is hardly a child who has not been told, "do not steal, do not tell a lie", but nobody tells the child how not to steal and how not to tell a lie. We can really help the child only when we teach him to control his mind. Every child should be taught self-control in theory and practice as a compulsory subject. A regular syllabus should be drawn up with the help of experts arranging lessons on *asana*, *pranayama*, self-restraint, concentration, meditation, etc. Moral discipline on the line of *yama* and *niyama* should be a matter of every day life to be introduced by example and precept inside and outside of school. Childhood is the best time for the formation of habits. Generally people learn when it becomes too late to translate into action and they do not know when to do so. Thus human life is like a rich plot of land that remains uncultivated.

Progress in every sphere of life depends on concentration and character. Interest and will-power help concentra-

tion. But strong will is generated by perfect chastity—chastity in thought, word and deed. Men leading impure lives lose mental vigour and moral stamina.

Of all the energies in man the highest is said to be "*Ojas*". It is stored up in the brain. The more *ojas* a man has, the more powerful is he, the more intellectual, the more spiritual. All the forces working in the body become transformed into *ojas* in course of time. It is said that sex-energy, when checked and controlled, easily becomes changed into *Ojas*. So the *yogi* pays special attention to *Muladhara* which guides these. Only chaste men and women can make the ojas rise and store it in the brain. Every student should know this secret of suceess in life

In order to develop a balanced mind in a balanced body one must purify the nerves and practise concentration. Some rules prescribed by *Yogis* :

1. Let your seat be firm and easy.
2. Breathe in a measured way, in and out. This will harmonise the system.
3. Then join to it the repetition of "Om" or any other sacred word. Let the word flow in and out with the rhythm of the breath and you will find the whole body becoming rhythmical.
4. After a few days take up regular *Pranayama* under the guidance of an expert. "Slowly fill the lungs with breath through the *Ida*, the left nostril and at the same time concentrate the mind on the nerve current. You are, as it were, sending the

nerve current down the spinal column, and striking violently on the last plexus, the basic lotus, which is triangular in form and the seat of the *Kundalini*. Hold the current there for some time. Imagine that you are slowly drawing that nerve current with the breath through the other side, the Pingala, then slowly throw it out through the right nostril.

It is better to begin with four seconds and slowly increase. "Draw in four seconds, hold for sixteen seconds, then throw out in eight seconds. This makes one *Pranayama*."

5. Concentrate the mind on some outer or inner object.
6. (or) Meditate on the lotus of the heart with an effulgent light inside that lotus.
7. (or) Meditate on the heart of some holy person whom you know to be perfectly non-attached; it will calm your mind.
8. (or) Meditate on an inspiring object of knowledge that comes in dream, like an angel or a saint in a blissful condition.
9. (or) Meditate on anything that appeals to you as good.
10. (or) Cease to think of anything. Make your mind vacant.

The suggestions made above are intended to remove the bars that prevent man's nature from developing in the right way. The method is negative. Perfection is man's true nature. Education aims at the manifestation of the perfection which is already in every being. In the animal

the man was imprisoned but, as soon as the door was opened, out rushed the man. Similarly the potential god is in man. When true knowledge breaks the bar of ignorance, God becomes manifest. This Indian stand-point makes a world of difference in the outlook, approach and methods of Education. Psychic control as a potential method has evolved out of this philosophic concept and the practical experience of the race. Moreover, *Yogic* processes that can be verified as laboratory tests, are quite in keeping with the spirit of the modern age. So they should be introduced in schools and colleges to replace many unnecessary types of physical and mental exercises.

As a compulsory subject in the curriculum *Yoga* will vitalize education, energize knowledge and open up higher values of life.

The Malady of the Age—its Cause and Cure

Dr. B.L. Atreya, M.A., D. Litt.

Padmabhusan, Knight Commander, Darshanāchārya.

(4)

Epistemological Analysis of Man by the Advaita Vedanta, which takes note of all the aspects and forms of human experience, and of all the epistemological factors involved in it, is, therefore, capable of doing greater justice to the understanding of man than any science so far has done. Vedantic analysis of human experience is thoroughly systematic, rational and comprehensive. Taking the entire human experience in view, the Vedantist discovers and points out four distinct *types* in it, namely, Waking, Dream, Deep Dreamless Sleep (slumber) and Mystic Trance (Samadhi). In the waking experience the subject of experience (Self) is associated and identified with the physical body which functions in the physical world. In this state he is aware of external objects as existing independently of him and of himself as one of the objects of the world, all governed by the laws of nature operating in objective and stable time and space. When a man is physically tired and goes to bed, his waking experience vanishes and he begins to experience a world of dreams. Here he has a different body to use and a different world to live in. Although the dreamer does not know it, the stuff of the dream world is thought. Everything therein is ideal in structure. The space order of the dream is

quite different from that of wakefulness. The stability, identity and causality of dream are quite different. Objects and persons, time and space, cause and effect change in no time in a dream. The body experienced in dream is quite different and performs different functions and acts from the physical body of the wakeful experience and its functions. In the third state of experience, namely in deep dreamless sleep, both the worlds and bodies of dream and wakefulness pass into nothing, vanish from the experience of the sleeper. Still there is some experience, for on waking we remember to have been in deep sleep when we experienced nothing objective. There we are aware of nothing. This experience is characterised by intense pleasure, and every person desires to enjoy it. We do not cease to exist or to be aware in sleep. Quite different from and perhaps superior to all these states of experience is the fourth state *turiya*, Samadhi or mystic trance. The deepest state of Samadhi is that of objectless and thoughtless experience characterised by supreme delight. Time, space, objectivity, duality, plurality and individuality-all vanish, leaving awareness (consciousness) alone shining in its pristine purity and native joy. There is a feeling of infinity, fulness and satisfaction, which is beyond all description.

Having discovered that man is capable of experiencing these four states of existence, the Vedantist tries to understand the necessary epistemological and metaphysical implications of human experience. Despite variations and changes in the states of experience and their objects, the ultimate experient (subject of experience) remains identically and

unalterably the same. It is one and the same subject who experiences all the states and objects or the absence of objects therein. Otherwise how could it be said that all the four states are those of the experience of the same subject ? That which changes not and remains identically the same in the midst of changing circumstances and environment must certainly be regarded as something different from and independent of them. It is, therefore, clear that the witnessing Self (awareness or consciousness) is something different from the witnessed states and their objects, and exists in its own right. It is always the subject, and never an object, for to know it as an object, we have to presuppose it as the subject of our knowledge. The Self cannot be a mere series or stream of changing ideas and feelings, for in that case the feeling of personal identity and sameness from birth to death would not be experienced. Consciousness of sucession implies a non-successional principle. To experience all the changes from birth to death an unchanging witness is necessary. A continuous and identical principle is presupposed by the fact that we remember past experiences of our life. The consciousness of personal identity and continuity that we all have implies the existence of an identical and unchangeable Self. This Self cannot be identified with any object experienced in any of the states nor can it be said to have any objective quality, for in the fourth state (*turiya avastha*) it exists as bereft of all objective contents and qualities. The objects and their qualities changing with the change of states, how could the unchanging Self be identified with any one of them. The real nature of the Self, therefore, can only be that which persists unaltered throughout the

entire experience. But as we are too much engrossed in the objects and have established identity with some of them, our own existence and nature are thrown out of focus. It is only when we try to discover it by analytic thinking and when we have a glimpse of it in samadhi that we come to know what we really are.

From the above mentioned considerations we come to the conclusion that the Self in us, whatever it be in its own nature, is one and the same throughout our existence from birth to death and throughout the changing states of experience. But the question of all questions, namely : "Does the Self come into existence at the birth of the body and does it perish at the death of the physical body ?" still remains to be answered. The Vedantic epistemology gives a very clear and convincing reply. It says there can be no proof of the birth and death of the Self, for nobody has ever experienced them. Births and deaths of physical bodies alone are witnessed by us, but never of the Self. The Self not being a physical object, nobody can perceive it being born or dying. The Self alone can be a witness to what happens to Itself. It cannot witness its birth for it must pre-exist to witness the event. It cannot witness its death for it must exist at the same time when it is dead. The Self has never intuited its birth and death. Its existence has never been touched by myriad changes in its experience. So the Vedanta concludes that the Self, the ultimate Subject of our Experience, is eternally present. It transcends time. That the Self is the immortal witness of all the states of experience and of all the changes in the physical body, and that in its purest existence it is

characterised by joy, is the least that can be said about it. Its real nature in its fulness remains beyond our present state of knowledge. The powers and potentialities of the Self are incalculable and unimaginable, as the yogis who are able to withdraw into the Self by meditation and contemplation come to possess many miraculous powers, some of which have come to the notice of Psychical Research.

The Vedantist further points out that the deeper we go into the experience of the Self the nearer and closer we are to one another (as some of the paranormal experiences indicate) and in the deepest state of Samadhi all differences and distinctions of individuality are obliterated and a feeling of fulness and perfection is enjoyed by everyone. This indicates that ultimately we are all rooted in the same Self which is the very root, heart and core of the entire world-experience, the Universe. Thus in Samadhi we touch the Ultimate Reality in which we are all rooted. It is possible to make this realization perpetual in our every day life.

MATRI LILA

(15TH OCTOBER 1959—15TH JANUARY 1960.)

After the *Durga Puja* celebrations had been successfully completed, Mataji left for Vindhyachal with a large party of Ashramites and guests on October 17th. Only six short days were spent in that blessed spot of solitude and natural beauty. On October 23rd Mataji was again at Varanasi, where at the suggestion of Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj and others a special week of individual sadhana, named *Matri Saptah* was observed from October 24th—30th. It was of a kind that was new to our Ashram. Fixed types of concentration and meditation had to be practised at fixed hours of the day by those who wished to take part, each one remaining in his or her own room. There were no special gatherings. Throughout this week Mataji, whose health was indifferent, remained upstairs in Her room on the 2nd storey of the *Kanyapith**. Three times daily people were allowed to go there for *Darshan* for a short while.

On the night of *Divali*, 31st October, *Kali Puja* was performed in the *Chandi Mandap* on the groundfloor of the Ashram and to everybody's delight Mataji descended and was present until the early morning when the *Prasad* was

---

*The *Kanyapith* is a residential school, where girls are educated according to the ancient ideals of the Brahmacharya Ashram. At the same time they are taught all the subjects of the modern curriculum.

distributed. It is customary all over Bengal to celebrate a special *Kali Puja* in the night of *Divali*, which is the festival of lights.*

The *Annakut* festival followed on November 1st. On that occasion not less than 108 different preparations of food are offered to *Annapurna*, the goddess of plenty, who has a temple in the Varanasi Ashram. On that day everyone who cares to come is welcome to partake of the feast. Needless to say hundreds of people avail themselves of this opportunity, especially when Mataji happens to be present.

On November 3rd Mataji left with only a few companions for Hazaribagh, a hill-station in Behar, while most of Her party proceeded directly to Calcutta, where Mataji alighted on November 5th evening. On arrival in Calcutta She received a tremendous ovation and it took hours until She reached the Ashram. A gate had been erected on the main road at Agarpara, where the lane leading to the Ashram branches off, and from there Mataji's car was led to its destination in procession with *Kirtan*.

Most of the next day was spent in Calcutta proper, where Mataji visited the residences of a number of devotees. From November 8th—14th the *10th Samyam Saptah* was held at Agarpara. Not for the first time did Calcutta witness a function of this kind, for the *3rd Samyam Mahavrata* that took place at Ballygunge, Calcutta in November 1953 is still fresh in the memory of its participants. It was not an ordinary event to observe a week of concentrated *sadhana* including

---

*See Ananda Varta Vol. VII, No. 3, P. 146—150.

$2\frac{3}{4}$ hours of silent meditation daily in the midst of the roaring city. Nevertheless it proved a full success and roused the devotees of Calcutta to such enthusiasm that a whole issue of this magazine had to be devoted to reports and reflections about that unique week.*

In the pages of this journal we have reported at length about every single *Samyam Saptah*, which is one of the most popular functions of the year, in spite of its rigorous diet, which consists of two fasts on Ganges water for about 42-48 hours each at the beginning and end of the week and of one meal only on each of the five days in between, while tea, coffee, smoking and betel chewing have to be abstained from altogether. The whole of the week is spent in individual *sādhana*, *satsang* and collective meditation in Mataji's presence, which leaves neither time nor opportunity for worldly thoughts and occupations; this gives an inward exhilaration equal to a change in the rarefied atmosphere of high mountains. The function at Agarpara was so different from the *9th Samyam Mahavrata* last April at Rishikesh, which in an ideal setting marked a climax never to be forgotten by those who attended. Nevertheless the 10th *Samyam Saptah* had undoubtedly its own beauty and perfection.

Agarpara like Rishikesh is situated right on the banks of the Ganges and from every seat in the spacious pandal one could have a fine view of the sacred river. Thus the inspiration of its sight was added to that of Mataji's presence and

*See Ananda Varta, Vol. I, No. 5, called "*Samyam Saptah Mahavrata* Special."

of the discourses and songs we were fortunate enough to listen to. It goes without saying that the large number of bhaktas of Calcutta came at all hours for Mataji's *darshan* and to participate in as much of the function as they were able to. Over and above, huge crowds. including several whole schools, flocked into the compound and the pandal at certain times. However arrangements were excellent, so that the *vratis* could not be disturbed by the invading flood of visitors; the collective meditations proceeded in singular silence. The grounds of the Agarpara Ashram are extensive and further the adjoining property of Sri Ramkrishna Dalmia with its large houses, outhouses and lawns had been put at the entire disposal of the Shree Shree Anandamayee Sangha and provided us with ample living accommodation, kitchens, dining halls and a car park. Several hundreds of men and women had enrolled themselves as *vratis.*

Each day some of the discourses were in Bengali others in Hindi, so that everyone got his due share. Swami Sri Vishnu Ashram, a well-known mahātmā and also a great scholar, delivered a series of fine talks in Hindi on the significance of *Samyam Vrata*. He encouraged the *vratis* by saying that they had obviously already obtained what the *Shastras* declared to be the three greatest boons, namely: birth in a human body, the desire for liberation and the grace of a *Sad Guru*. During the last two or three days we had the privilege to listen to the words of Swami Sri Sharanananda, a greatly revered saint of North India. The short interludes of congregational *Kirtan* led by Swami Sri Krishnanandaji of Bombay are always enjoyed by everyone.

Among the very learned and brilliant speakers from Calcutta, who very kindly addressed the gathering, were Dr. J. B. Choudhury and his wife Dr. Roma Choudhury, both outstanding Sanskrit Scholars; Sri Tripurari Chakravarty, Professor of Calcutta University, who every night very lucidly expounded the Rāmāyana in Bengali; Dr. Gourinath Shastri, Principal of the Sanskrit College, Calcutta; the well-known Philosopher Dr. Nalini Kanta Brahma.

As usual the last half hour of the daily programme was called *Matri Sanga*, when Mataji either replied to questions or sang. We should like to quote here (in translation) a few words she uttered one evening concerning *Samyam Vrata*: "......He who aspires to the Highest (*mahān*) is called a *Mahātma*. To engage in *sādhana* means to observe *Samyam*. *Samyam* has to be practised so that real Samyam may come about spontaneously. A patient goes to hospital; the *Samyam Vrata* is meant to cure one from *bhavaroga* (the chronic disease of being born again and again as an individual apart from the All, and the sorrows and afflictions that such existence entails.) The *Mahatmas* are the doctors, the *vratis* the patients, religious discourses the remedy. Instructions that help towards Self-realization are the remedy that must be used to the full. A whole day's programme (of the *Samyam Vrata*) is one dose of medicine. So as to gain strength for your search you should listen to what the *Mahatmas* say: For your sake only have they taken the trouble to come from great distances. Try to digest their teachings and to put them into practice."

As on previous occasions the function concluded with

half an hour's midnight meditation on the 14th night. *Kirtan* commenced almost immediately and was sustained without interruption until the evening of the 15th November. On November 16th Mataji visited some more houses of devotees in Calcutta, returning to the Ashram only at midnight. Even at that hour visitors who had come from Calcutta in cars were waiting patiently for Her *darshan* and to talk to Her.

On the 17th early morning She left for Jamshedpur, reaching the same evening. From there She proceeded to Bombay on the 20th. Already last January Mataji had been expected to go to Bombay for some time, but due to Her indifferent health the programme had been changed at the last moment. As during several of Her previous visits, Mataji stayed in a house that had been specially erected for Her use at Ville Parle in the compound of the residence of Sri B. K. Shah, the Managing Director of the New India Insurance Co. Ltd. Mataji's party also were put up in Sri B. K. Shah's house and as on former occasions the master and the mistress of the house vied with one another to provide all possible comforts and conveniences for Mataji and all their numerous guests and to make everyone feel at home. *Satsang* was held daily and people would come for *Darshan* at fixed hours. During Her sojourn in Bombay Mataji paid a visit at the *Jnana Yajna*, a celebration in memory of the late Swami Sri Prem Puriji. When Mataji was requested to address the large audience that had collected, She uttered Her well known sayings : "*Hari Katha hi Katha*" etc. "Of Thee alone must be the spoken word, all else is but futility and pain" and ,'In *Ram* there is *aram*—rest and ease ;

where *Rām* is not, there is *vyarām*—discomfort and disease." She also sang : "*Satyam Jnānam Anantam Brahman* etc." She further visited the *Sannyāsa Ashrama* at Vile Parle, where She charmed everyone present by singing : "*He Bhagavan.*" The *Mahamandaleshwara* of that Ashram, Swami Sri Maheshwarānandji has known Mataji for many years and has on various occasions very kindly responded to invitations to deliver discourses at functions arranged by the Shree Shree Anandamayee Sangha. Mataji had stayed at the *Sannyasa Ashrama* for about a fortnight on returning from South India in winter 1952. In 1954, immediately after the *Samyam Mahavrata* in Bombay a *Bhagavata Saptah* * was held at that Ashram, which Mataji used to attend daily.

On December 4th Mataji left Bombay for Ahmedabad, where She put up as usual at the residence of the Munshaw family. A *Bhagavata Saptah* was celebrated from December 7th–14th for Shri Kantibhai Munshaw, who had passed away just two years ago. Sri K. C. Munshaw had been a devotee of many years' standing, who excelled not only in great efficiency, but also in a rare spirit of service. On countless occasions he had put his services at the disposal of Mataji and the Shree Shree Ma Anandamayee Ashrams with their various needs and activities. To mention only one instance : it was he who was responsible for most of the arrangements during Mataji's tour to South India in 1952.

---

* *Bhagavata Saptah* denotes the ceremonial chanting in Sanskrit and the explanations in the vernacular of the whole of the *Srimad Bhgavata* in seven days. This is usually arranged by the relatives of someone who has passed away recently, for the purpose of helping the deceased person on his or her upward path.

A *Bhagavata Saptah* in Gujerat is observed in a different way from that of Northern India; namely the Sanskrit recitation is performed in a separate room by a different person, so that the rendering into the vernacular may take place simultaneously, both in the mornings and afternoons and consequently be far more detailed.

At Ahmedabad also Mataji responded to the invitations of a good number of devotees to their houses, (that is to say gardens or courtyards, since Mataji does not enter the houses of *grihasthas*). She further visited the *Vedanta Ashrama* of Swami Sri Mādhava Tirtha. On December 16th She motored to Utkantheshwar, a beautiful and solitary spot about 35–40 miles from Ahmedabad. She and Her party were accommodated for three days at the Yogāshrama, where Mataji had already stayed on several previous occasions. Utkantheshwar is a sacred place with a famous Shiva temple. It derives its name 'Utkantheshwar' from the Shiva Linga, which resembles the hump of a camel.* Sage Jabala is supposed to have practised *tapasya* there in ancient times. The legend has it that the *vibhuti* (sacred ashes) of his sacrificial fire solidified and formed into the surrounding hills, which add considerably to the charm of the landscape.

On December 20th Mataji returned to Ahmedabad to be present on the 2nd anniversary of Sri K. C. Munshaw's death, which was commemorated by perpetual Kirtan throughout the day and the chanting of the whole of the *Bhagavad Gita*. A number of *Sadhus* and *Mahatmas* were entertained to a feast.

* Uṇt means camel.

The next day Mataji left for Baroda, where She and Her companions were put up in a school near Tarakeshwar temple. On December 23rd Mataji proceeded by car to Bhimpura. Our Ashram there is situated on a hillock on the banks of the sacred Narbada and commands a wonderful view over the river and the surrounding highlands. It is a quiet and isolated place, about a mile's distance from the village and therefore specially suited for the contemplative life. Three Brahmacharis hailing from three different provinces, namely Gujerat, Bengal and Andhra are the residents at present.

Just as to die in Kashi on the banks of the Ganges is considered to be the most fortunate death, so the banks of the Narbada are said to be most congenial to the performance of *sadhana* and more especially *japa*. Moreover the river bank has been sanctified by the presence of some of the greatest *Rishis* (seers) and *Munis* (sages) of ancient times. The famous *Muni Vyasa* who was the author of the *Mahābhārata* is supposed to have lived there and one place is named after him. Also his son *Sukadeva* who related the whole of the *Srimad Bhagavata* to King Parikshit and further Anusuya, the wife of *Rishi* Atri are said to have practised meditation and austerities on those sacred shores. In recent times as well many great seekers after Truth have chosen this place for their abode, such as for instance Sri Bālānanda Brahmachari of *Baidyanāth Dhāma* and his Guru. Every stone there is said to be a *Shiva Linga* ; in fact the *linga* installed in the Shiva temples in our Ashrams at Vrindaban, Hardwar and Kishenpur, etc. have all been procured from the banks of the Narbada. Mataji had not been to Bhimpura for several

years. After a stay of only about three days Mataji motored to Baroda on the 27th and the same day She and Her whole party boarded the train to Vrindaban, where She remained only for two days. Bhaktas in Delhi had hoped that She would spend a few days there, but suddenly She decided to leave for Varanasi, where She alighted on the 31st December early morning. Devotees at Varanasi deemed themselves fortunate to be able to end the old year and start the New Year in Mataji's presence. However Mataji motored to Vindhyachal on January 1st afternoon. Just a few companions were allowed to go with Her, while Didima, Didi and the rest of the party remained at Varanasi. On January 5th morning Mataji arrived in Varanasi quite unexpectedly, only to leave again about two or three hours later in the company of Didima, Didi and several others. The car which had taken Her to Vindhyachal was going on to Allahabad at about 5 p. m. At a moment's notice Mataji decided to pay a flying visit to Allahabad and the site of the Kumbh Mela, where Swami Paramanandaji was making arrangements for the Camp. She returned to Vindhyachal the next day. During Her stay there not only *bhaktas* from Mirzapur, Varanasi and Allahabad used to come for Her darshan, but also a few from Lucknow, Delhi and Calcutta. On the last day of Her stay even four European ladies belonging each to a different country arrived in a taxi from Varanasi, spent the day at the Ashram and had private interviews with Mataji. In the early morning of January 13th She drove by car to Allahabad. A large party from Varanasi and most of Her companions at Vindhyachal had gone ahead already on the 12th.

January 14th is the day of the winter solstice and

supposed to be especially auspicious for bathing in the Ganges and even more so at the *Triveni* near Allahabad. *Triveni* is the confluence of three rivers, namely: Ganga, Jamuna and Saraswati. The Saraswati however is not visible any more. This is the place where the famous *Kumbh Mela* is held. Thousands of *sadhus* and *sannyasis* gather on such occasions, camping in huts and tents; and millions of men and women from all over India avail themselves of this opportunity of purifying mind and body by plunging into the waters of the *Triveni* and by basking in the atmosphere of the holy and wise.

A special camp has been prepared in the Kumbh for Mataji's devotees, but Mataji Herself is putting up at Allahabad, in a house that has been specially built for Her use about two years ago at George Town in the garden of the residence of the late Sri N. N. Mukerji, Retired District Judge. He, together with his wife and children are amongst Mataji's oldest and most sincere devotees. Sri N. N. Mukerji was one of the foremost organizers of functions at Allahabad connected with Mataji. He was greatly respected by all. The news of his sudden death on November 12th 1959 was communicated to Mataji by phone during the Samyam Vrata and came as a great shock to everyone. His loss is mourned by his countless friends, in fact by all who had the privilege of coming in contact with this rare soul.

At the moment Mataji is in Allahabad. She visits the Kumbh daily and spends many hours in Her Camp. On the 14th She remained there for the night and at 4 a. m. on the 15th, accompanied by the great majority of Her party, which included one American and one European, She went to the Ganges and bathed. At present Mataji is at Allahabad, where She will most likely attend Saraswati Puja on February 1st and then leave for Varanasi.

Notes and Comments

In response to Xmas and New Year's greetings received from all over the world, Mataji has given the following message for the New Year :

"Travellers on the PATH must strive to attain to the aim of their pilgrimage. The revelation of one's own Self is the sole aim of this pilgrimage."

মহাপথের যাত্রীদের যাত্রা সফল করবার চেষ্টা করা। নিজ স্বরূপ প্রকাশই যাত্রা সফল।

The secretary of the Sri Anandamayee Ashram begs all who have very kindly sent seasonal greetings to forgive him for being unable to reply and thank everyone individually. He requests them and in fact all readers of Ananda Varta to accept his sincere good wishes for the New Year and for success in their search after Truth.

* * * * *

Mataji's programme in the near future is still uncertain. However we hope that She may Stay in Varanasi for a few days early in February. She is expected to be in Vrindaban for the '*Holi*' Festival in the first half of March. There is a probability that Her birthday celebrations will take place in Bombay in May. It is planned to hold the 11th *Samyam Saptah Mahavrata* next November in Naimisharanya near Sitapur, U. P. Naimisharanya is a famous place of pilgrimage, situated on the banks of the holy river Gomati.

* * *

ANANDA VARTA

YEARLY INDEX

Vol. VII   May 1959—February 1960   No. 1, 2, 3, 4.

INDEX (CONTINUED)

INDEX (CONTINUED)

INDEX (CONTINUED)

শীঘ্রই প্রকাশ লাভ করিতেছে—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

একাদশ ভাগ

লেখিকা—শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের কয়েকটি বৎসরের ঘটনাবলী লইয়াই এই ভাগের রচনা। নানা অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, রমণাশ্রমে রাত্রিবাস, প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার স্থানে গিয়া মায়েরও শরীর ত্যাগের উপক্রম, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষের মাকে অনুগমন ও দ্বারকায় মহামিলন, বৃন্দাবন আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা, সূক্ষ্মে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎকার এবং ওয়াল-টেয়ার, বেজওয়াদা, গুণ্টুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, মাদুরা, কন্যাকুমারীকা, ত্রিবাঙ্কুর, পুনা, মহীশূর, বম্বে, জুনাগড়, পোরবন্দর, রাজকোট, মোরভি ও ভাবনগর প্রভৃতি নানাস্থানে মায়ের ভ্রমণলীলা কাহিনী এই ভাগে স্থান লাভ করিয়াছে।

[অক্টোবর, ১৯৫২—ডিসেম্বর, ১৯৫৩]